কৃশানু

একটি মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

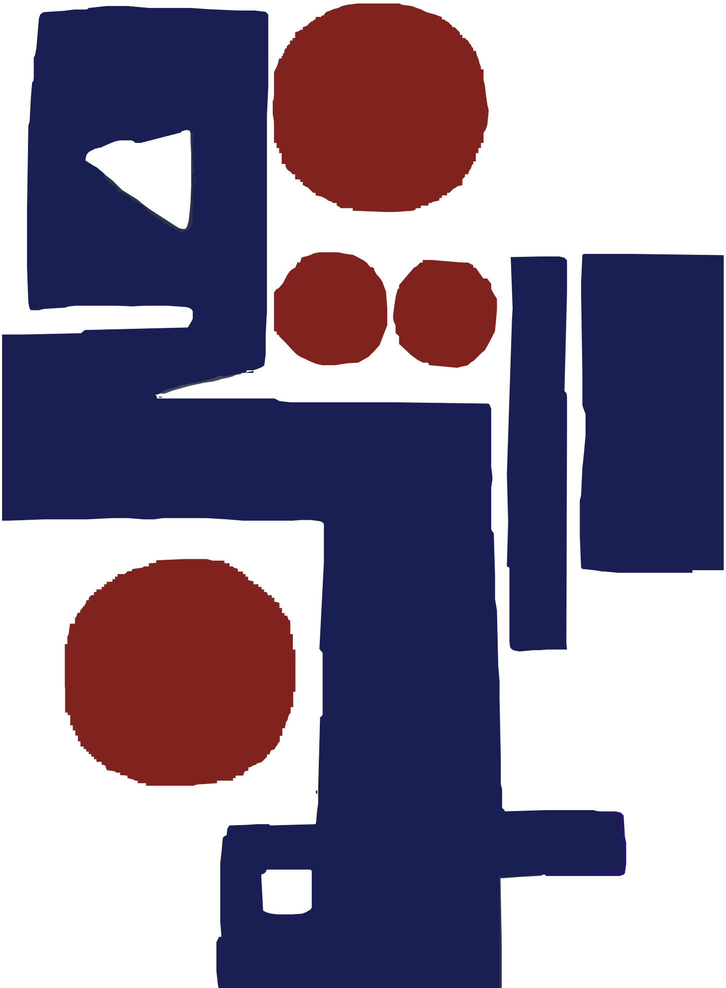

তিপ্পান্ন বর্ষ, শারদীয়া ১৪২৭

কৃশানু

একটি মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

তিপ্পান্ন বর্ষ, শারদীয়া ১৪২৭

৩০/১এ, কলেজ রো, কোলকাতা-৭০০ ০০৯
krishanupatrika@gmail.com

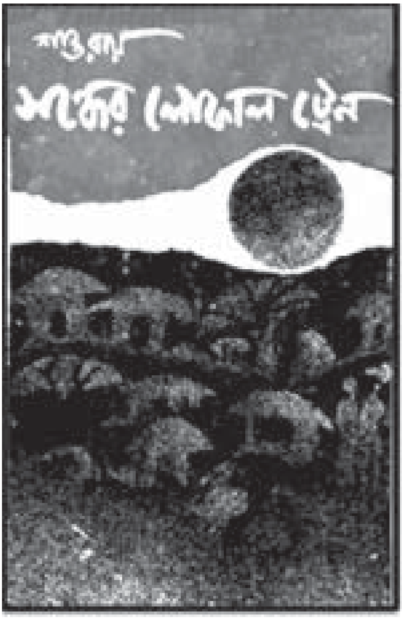

প্রচ্ছদ - পূর্ণেন্দু পত্রী

পাঠক মহলে পরিচিত ও বিশেষ আদৃত

শান্ত রায়ের দুটি কাব্যগ্রন্থ

সন্ধের লোকাল ট্রেন
ও
এই লেখাগুলি

সম্প্রতি ই-বই রূপে প্রকাশিত হয়েছে

নিম্নলিখিত লিঙ্কে ক্লিক করলে স্বচ্ছন্দে পড়া যাবে ঃ

www.archive.org/details/Sondha
www.archive.org/details/EiLekhaguli

কৃশানু

তিপ্পান্ন বর্ষ, শারদীয়া ১৪২৭

সম্পাদক : মনন দাস

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৫,

কবিতা : অগ্নিজ ভট্টাচার্য ১৪, অমিয় কুমার সেনগুপ্ত ২০, অনুপ কুমার আচার্য ১৩, অশোক মণ্ডল ৩০, অলোক শ্রীমানী ১৩, অঞ্জনা দাস ২৭, অরিন্দম ভট্টাচার্য ২৬, অসিকার রহমান ২৯, অমিতা মোড়ল সরকার ১৩, আশীষ ঘোষ ২৪, আবদুল্লাহ আল রিপন ৩১, আভা সরকার মণ্ডল ৩১, কার্তিক পাত্র ১৯, কাকলি চট্টোপাধ্যায় ২৮, চৈতালী রায় ২০, চিনাংশু গোস্বামী ২৪, জেবুননেসা হেলেন ৩০, জয়ন্ত কুমার মল্লিক ৩৩, ডালিয়া মুখার্জী ২৪, তাপসী লাহা ৩৩, তারকেশ্বর চট্টরাজ ২২, তীর্থঙ্কর সুমিত ৩৪, ত্রিস্তান আনন্দ ২৮, দীপ ব্যানার্জী ২২, দুর্গাশংকর দাস ২১, দেবার্ঘ সেন ৩০, দীপ কুমার ২৩, দুলাল সুর ১৫, ধ্রুব বসু ১১, ধ্রুব বিকাশ মাইতি ১৭, নবনীতা সরকার ২২, নাসের মাহমুদ ৯-১০, নিজামুদ্দিন মণ্ডল ২১, নিরুপম পাল ১৫, প্রবীর বিকাশ সরকার ১৩, পার্থ মুখার্জি ১৭, পল্লব দাস ১৪, প্রদীপ কুমার পাল ২৩, বিদিশা চট্টোপাধ্যায় ৩৩, বিমল দে ২৩, বি কে স্বপন ২৭, বিকাশ চন্দ্র সরকার ১৮, বনানী চক্রবর্তী ১৯, বুদ্ধদেব ঘোষ ১৭, ভগীরথ সর্দার ২৪, মীরা মুখোপাধ্যায় ২৭, মনোজ জানা ১৫, রথীন কর ১১, রাশেদ মোশাররফ ১৪, রাজর্ষি মজুমদার ১৬, রথীন পার্থ মণ্ডল ২০, রানী সেন ১৮, শান্ত রায় ১২, শর্মিষ্ঠা কুণ্ডু ১৫, শর্মিষ্ঠা ঘোষ ২৫, শম্পা দত্ত ২৬, শম্পা চট্টোপাধ্যায় ২৫, শ্রীকৃষ্ণ দে ৩৪, শান্তনু গুড়িয়া ২৬, শ্রী নীল ২৫, শুভব্রত লাহিড়ি ১৪, শূলপাণি শর্মা ৩২, শৈলেন পাত্র ৩৪, সৌরভ রায় ১৬, সুকান্ত সেনগুপ্ত ১৬, সামসুল হক ১৭, স্বরূপ সিংহ রায় ৩০, সিরাজুল ইসলাম জীবন ১৮, সম্রাট গোস্বামী ১৯, সন্দীপ রায় ১৯, সম্পা পাল ২১, সুশীল কুমার রায় ২৯, সঞ্জয় চক্রবর্তী ২৯।

নাটিকা ঃ যাদব চৌধুরী - সাকসেশন ৪১
পৃথা মণ্ডল - রাজনন্দিনী ৪৩
আশীষ ঘোষ - ব্রিলিয়ান্ট ৪৫
চিরঞ্জীত ভাণ্ডারী - জাগরণ ৪৬
পার্থ প্রতিম সামন্ত - পবিত্র যত্ন ৫১
সুজয় মজুমদার - করোনা ৫২
তপন কান্তি মুখার্জি - পেন্ডুলাম ৫৪
সিরাজুল ইসলাম - কাকা বউমা কথা ৫৫

গল্প ঃ বিজলী শীল - মাতাল এ্যাপার্টমেন্ট ৩৯
মনন দাস - স্বস্তি ৩৬।

গ্রন্থ সমালোচনা ঃ

(আলোর ভিতর অন্ধকার / অলোক শ্রীমানী) অনুপ কুমার আচার্য ৫৫।

স্কেচ ঃ রেবা মুখার্জী ৭, দিলীপ বঙ্কন্দ্যাপাধ্যায় ৩৫।

ইলাস্ট্রেশান	**কম্পিউটার গ্রাফিক্স**	**প্রচার ও জনসংযোগ**
শৈলেন পাত্র	প্রদীপ মণ্ডল	ডাঃ সমীর কুমার বেতাল

প্রচ্ছদ - পূর্ণেন্দু পত্রী

অনুপকুমার আচার্য-এর
কাব্যগ্রন্থ
কবি নয় লোকটা

ই-বই পড়ার জন্য এখানে ক্লিক করুন
www.archive.org/details/Kabita

শূলপাণি শর্মা-এর
ছোট্ট ছোট্ট ব্যাঙ্গাত্মক ছড়ায় ভরা
ফুসকুরি
দৌড় প্রকাশন, কোলকাতা ৭০০ ১২৭

ই-বই পড়ার জন্য এখানে ক্লিক করুন
www.archive.org/details/Fuskuri

সম্পাদকীয়—

নিজের দূষিত নিঃশ্বাস মাস্কে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে নিজেরই বুকের ভিতর, এভাবে ক্রমশঃ এক দমবন্ধ হয়ে আসা ফুসফুস নিয়ে দিন কাটছে। প্রত্যেকের বুকের ভিতর এভাবেই জমে ওঠে ভয়। কখন কি হয়। তবুও জীবন যাপন। তবুও নিত্য টেনে নিয়ে চলা দিনগুলি, এই ভেবে কিছুবা আশা – হয়ত একদিন মুছে যাবে এই আগ্রাসী রাক্ষস পৃথিবী থেকে। কিন্তু এতো বাসা বেঁধে আছে মানুষেরই বুকের ভিতর। নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক থেকে অন্যের বুকে।

এ এক অন্ধকার জীবন যাপন। তবুও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম কিছুটা অভ্যাসে কিছুটা জীবন ধারণের প্রয়োজনে।

এভাবেই কবিতা যাপন... এভাবেই পত্রিকার ধারাবাহিকতা। তিপ্পান্ন বছরের ঐতিহ্য বজায় রেখে কৃশানু শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হলো সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে।

দুর্গতিনাশিনী মায়ের কাছে সকলের সুস্থতা কামনা করি।

মনন দাস
সম্পাদক

প্রকাশক

পাঠক

৩৬এ, কলেজ রো, কলকাতা - ৭০০০০৯

দাম ঃ ১৫০ টাকা মাত্র

স্কেচ - রেবা মুখার্জী

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন ঃ

বাড়ি মেরামতির কাজে কেমিক্যালের ব্যবহার

বাড়ি তৈরির পর স্বাভাবিক কারণে কিছু সময় রক্ষণাবেক্ষণ অথবা মেরামতের প্রয়োজন হয়। বাড়ির বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মেরামতের খরচও বাড়তে থাকে। এই খরচকে কমাতে এবং মেরামতকে আরও বেশিদিন স্থায়ী রাখতে সিমেন্ট ও বালির সঙ্গে বিশেষ ধরনের কেমিক্যাল আজ ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে কেমিক্যাল ব্যবহারের সুফল পেতে হলে জানতে হবে –

১। সঠিক কেমিক্যাল নির্বাচন

২। সঠিক মিশ্রণ পদ্ধতি

৩। সঠিক প্রয়োগ

এই সব নিয়ম মেনে কেমিক্যাল ব্যবহার করলে অবশ্যই ভালো ফল আশা করা যেতে পারে।

Buildcare Chemicals কেমিক্যাল নির্বাচন থেকে সঠিক প্রয়োগ, এইসব ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

বাড়ি মেরামতি কাজের আধুনিক কেমিক্যাল প্রস্তুতকারক

BUILDCARE CHEMICALS PVT. LTD.

156/143, Biren Roy Road (West), Kolkata - 700 061
Factory : New Address –
29B, Ho Chi Minh Sarani, Kolkata - 700 061

You build. We care

Call : 9231851675

ক বি তা মা লা - ১

নাসের মাহমুদ

সত্তরের দশকের পরিচিত ছড়াকার নাসের মাহমুদ শুরু থেকেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এবং তিনি ছড়ার কুশলী কারিগর। ছন্দের আধুনিকতা ও বিষয় বৈচিত্রে তাঁর দক্ষতা লক্ষণীয়। নাসের মাহমুদের জন্ম রাওয়ালপিণ্ডিতে, ১ জুলাই ১৯৫৬। তাঁর বাবা মরহুম শাহ লুৎফর রহমান ও মা সুফিয়া রহমান। জীবনের সিংহভাগ সময় কাটিয়েছেন কুষ্টিয়ায়। কুষ্টিয়া তাঁর প্রিয় শহর। পৈতৃক বাড়ি রাজবাড়ী জেলার পাংশার ভাতশালা। ভাতশালা তাঁর প্রিয় গ্রাম। নাসের মাহমুদের ছেলেবেলা ও কৈশোর কেটেছে করাচি, কোয়েটা, লাহোর, মুলতান, পেশোয়ার, ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুরের ধনাগোদা তালতলী ও রাজবাড়ীর ভাতশালা গ্রামে। তিনি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন – ছাত্র ইউনিয়ন, যুব ইউনিয়ন, খেলাঘর, উদীচী ও অঙ্গীকার চলচ্চিত্র সংসদে যুক্ত ছিলেন। ১৩ এপ্রিল ২০২০ তিনি পরলোকগমন করেন।

শরতে ■ নাসের মাহমুদ

শরতকালের আকাশ এখন
শুধুই অসীম নীল যে,
কতো রঙের পানিফুলে
খুব সেজেছে বিল যে।

বিল-বাওড়ে জলবাগানে
রঙ মেখে ফুল ফুটেছে,
ফুলের সাথে বলতে কথা
আকাশে চাঁদ উঠেছে।

চাঁদ উঠলেই তারা ফোটে
মিষ্টি ঠোঁটের তারা,
এই সময়ে তারা ও চাঁদ
জ্বলে পাগলপারা।

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
বর্ষা শেষে শরতে,
চাঁদের আলো হচ্ছে জমা
কলাপাতার পরতে।

কিশোরবেলার খোঁজে ■ নাসের মাহমুদ

কেমন আছ গড়াই নদী, জলের ঝিকিমিকি
মটরলতা, বাঁশের পাতা, আরশোলা, টিকটিকি।
কেমন আছ খেলার সাথী সেই রাখালের দল,
ঝরাপাতা, রায়বাবুদের দীঘির কালো জল।
কেমন আছ ধানকণ্যে, গম কাউনের মেয়ে,
দুধের গাভী, পুঁইয়ের মাচা, খেয়া নৌকার নেয়ে।
কেমন আছ গংগাফড়িং, পথের ধূলো আর
লাল পিঁপড়ে, ঘাসের চারা, চিকন খালের পাড়।
কেমন আছ বেতস, নাটা, বুনো গাছের বড়ুই,
উইয়ের ঢিবি, ঘুঘুর বাসা, শালিক, বাবুই, চড়ুই।
কেমন আছ কলমিলতা, বাবলা ফুলের রং,
গাঁয়ের আকাশ, গাঁয়ের বাতাস, চলার বলার ঢং।
কেমন আছ মাঠের ঢেলা, শুকনো গাঙের চর,
রসের পিঠে, গুড়ের পায়েস, ঘন দুধের সর।
কেমন আছ বটের ব্যাটা, নীল মোরগের ঝুঁটি,
বিল-বাওরে রেলের খাদে ডানকিনা, বাইন, পুঁটি।
কেমন আছ চিতল, কাতুল শিংগী, মাগুর মাছ,
অড়ং মেলা, গাঁয়ের হাটে বুড়ো বটের গাছ।
কেমন আছ তিল-তিশী আর চিড়ে মুড়ি খই,
মাখন মাঠা ঘি ও ছানা গোয়ালাদের দই।
কেমন আছ তুলসী, তমাল, গরুর গাড়ির চাকা,
কাঁসার বাটি যবের ছাতু দুধে গুড়ে মাখা।
কেমন আছ তালের আঁটি তার ভিতরে ফোঁপড়া,
লাটাই ঘুড়ি, ছিপ বড়শী, মাছ ধরবার টোপরা।
কেমন আছ লাঠি খেলা হা-ডুডু ডাংগুলি,
বাউল বাঁশি, পুথিপাঠক, ঢোলবাদক ও ঢুলি।
কেমন আছ জোনাক ঝিঁঝিঁ, লক্ষ্মীপেঁচার ডাক,
মাঠের পাড়ে দত্তবাড়ী-বাগানে মৌচাক।
কেমন আছ গাবের বিচি, ডাব-সুপারির বন,
হাটে মাঠে ঘাটে চলা গাঁয়ের মানুষজন।
কেমন আছ কেয়া কদম, শিমুল পলাশ ফুল,
প্রথম পড়ার পাঠশালাটি, বেঞ্চি, টেবিল টুল।
কেমন আছ ষড়ঋতু ছয় রকমের রূপ,
দিনের সকল কোলাহল আর রাতের যত চুপ।
কেমন আছিস মামণি তুই-আগের মতোই নাকি?
সবাই তোরা ভালো থাকিস, আজকে চিঠি রাখি।

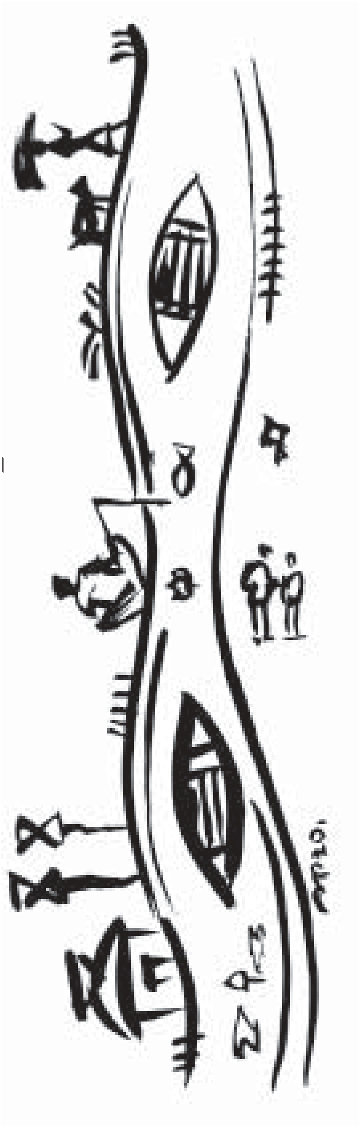

কুমারী উৎসব ■ রথীন কর

কাছে এসো সুরতি কামিনী
দেবভোগ্যা বনমল্লিকা

দেবতার উপাচার নাই
তপস্বী
সামান্য ধীবর তনয়া
জন্মেছি
আদ্রিকার মৎসগর্ভে
কে তুমি অচিন পুরুষ
লেহন কর যুবতী
শরীর নদীপথে নিরালায়!

বশিষ্ঠ তনয় আমি
ঊর্দ্ধরেত পরাশর মহামুনি
অতনু তাড়নায় উরস রসায়ন

তীরে বসে পিতা
প্রিয় পরিজন

দ্যাখো কুয়াশালীন মহামন্ত্রজাল
অদৃশ্য নিখিল চরাচর
শুরু হোক রতি সম্ভোগ...

লজ্জা..লজ্জা..এ কী কালিমা

নিষ্কলুষ রবে তুমি
দ্বীপজ সন্তান তোমার
রচিবে ভারতকথা অমৃতসমান
তুমি হবে রাজেশ্বরী পদ্মগন্ধা

হায় তাপস
কী হবে রাজ্যপাটে
যদি নারীকে দলিত কর
উলম্ব কামনায়!

বিশ্বজনীন কুমারী উৎসবে
আমাকে সভানেত্রী করা হল...

[শ্রদ্ধেয় বাচিক শিল্পী প্রদীপ ঘোষ এর স্মরণে]

স্মরণ : প্রদীপ ঘোষ ■ ধ্রুব বসু

এভাবে চলে যেতে হল।
যদিও এ-যাওয়া তার প্রাপনীয় ছিল না।
মৃতদেহটা খুন হয়ে গেল।
কোন একদিন তাকে সরে যেতেও হয়েছিল,
যদিও সে যাওয়াও তার প্রাপনীয় ছিল না।
হে অমৃতবাচিক, যে পাথর একদিন
তোমার সুললিত উচ্চারণে সজীবন্ত হয়েছিল
যে বৃক্ষপত্র আনন্দ-হিল্লোলিত হয়েছিল
যে পাখি প্রেমমুদিত হয়েছিল
যে কিশোরী তার হৃদয় নিষ্কর্ষ
          তোমার পায়ে ঢেলে দিয়েছিল —
তারা কেউ তোমাকে
          শেষ নমস্কার জানাতে পারল না।
আমাদের জগন্নাথ সংস্কৃতির জগতে
তোমার চিরমধুনিষ্যন্দ হাসি
আমাদের প্রেমস্বরুপতাকে জাগালো না।
তাই এভাবে
স্বগত অশ্রুনদীর ধারা বেয়ে
অহৈতুকি অনাদরে
          তাঁকে চলে যেতে হলো,
যদিও এ-যাওয়া তার প্রাপনীয় ছিল না।

রাতের পালা ■ শান্ত রায়

রাত্তিরবেলা রোজ-রোজই চেঁচামেচি-
কে কোথায় শোবে, তা নিয়েই শোরগোল!
মাতাল সোয়ামি তেড়েফুড়ে বলে বসে বৌকে :
"শোন মাগী, আমি তোর সঙ্গেই
শোবো!"

ছোট্ট মেয়েটি ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে
দ্যাখে একবার একে, একবার ওকে :
মা-বাবা কেন যে এ-রকম করে রাতে রোজ!
ঘুমোলে দু'জনে শান্তির ঘুম
ওরও তো –

অথচ কেউই যে পারে না কাউকে
সইতে –
ফেটে চৌচির কত দিন, কত-কত
রাত ...

এ বলে, "মারবো!" ও বলে "মারবে?
মারো-না!
মুখে যা-ই আসে, ব'লে যাও নেশা -
ঘোরে তো...
বারোমাস আর পারি না এ-সব
সইতে!
আমাকে যদি-না পছন্দ হয়,
ছেড়ে দাও –
হয় এসপার, নয় ওসপার,
হয়, হোক!"

"কী বললি? দেবো ছেড়ে তোকে!
তবে, মজা খুব?
একেওকে নিয়ে এখানে-ওখানে...
বুঝি না?"

"মুখ সামলাও আগে, তা না হ'লে,
দেখবে...
বেশি যদি করো বাড়াবাড়ি, আমি
ঝুলবোই!"

ভুলের আগুন ■ অনুপকুমার আচার্য

ফুলের আগুন লাগল — এবারও
সব বছরের মতো। নিভে যায় একসময়।
বেশ লাগে সময়টা।
কবে কখন কিভাবে লেগেছিল
ভুলের আগুন —
এখনও নিভল না। জ্বলছে তো জ্বলছেই আজও।

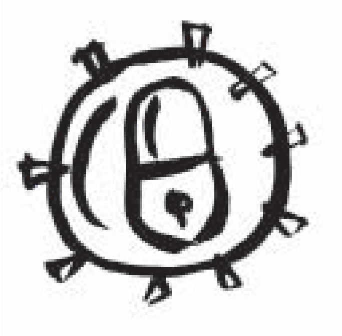

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ■ অলোক শ্রীমানী

বিশ্ব যুদ্ধের দামামা বেজেছে
        করোনা ভাইরাসে,
ধর্ম, রাজনীতি সবই খেয়েছে
        বিজ্ঞানও মাইনাসে।
প্রকৃতি আজ প্রতিবাদ করে
        নির্মম উপহাসে।

নয়া প্রভু ■ প্রবীর বিকাশ সরকার

চীনকে নিয়ে মাতামাতি
প্রত্যেক দিন দৈনিকে
সাত সকালে দাদামশাই
ডেকে বলে খৈনি খেয়ে :
"মুঘল এলো, পাঠান এলো;
পাঞ্জাবীও এসেছিল রূপটি ধরে সৈনিকে
নয়া প্রভুর গন্ধ যেন পাচ্ছি এবার চৈনিকে!"

*(লেখক বাংলাদেশের মানুষ, কবিতাটি
বাংলাদেশের পরিপেক্ষিতে লেখা)*

আলিঙ্গন ■ অমিতা মোড়ল সরকার

একজন ভাঙ্গে বাস্তব,
একজন ভাঙ্গে মন;
ঈশ্বর কি দোষ নেবে?
যদি আজ ভালোবেসে,
মৃত্যুকেই করি আলিঙ্গন!!

কামনার শ্লেষ ■ রাশেদ মোশাররফ

অনুভূতির খোলা জানালায় শুকপাখি বাসা বেঁধেছিল
নিঃসংশয় আসা-যাওয়া ছিল হৃদয়ের চিলেকোঠায়
ভোরের মুগ্ধতায় সবুজ ঘাসের ওপর শিশিরের হাসি
ইচ্ছে ফানুস রংবাহারি প্রজপতির ডানায় উড়ে বেড়ানো
নেশার ঘোর তণ্ডুমুনির নৃত্য, অগ্নি জ্বর ভগ্ন হৃদয়
মৃদু আলোর ডানা ঝাপটায় অস্ফুট স্বরে

করোটির ক্ষত ■ শুভব্রত লাহিড়ী

স্বপ্নের আঁচল বেয়ে উঠে আসে
ঝাঁক ঝাঁক পিঁপড়ের সারি সারি পা
করোটি ফাটিয়ে মগজের
সারাৎসার চেটেপুটে খায়।

ছবি হয়ে ভেসে যায় পিঁপড়েরা
সাদা ডিম মুখে নিয়ে করোটির ক্ষত।

আঁধার ■ পল্লব দাস

নেমে আসছে অন্ধকার সমগ্র পৃথিবী জুড়ে,
এই অন্ধকার সৃষ্টি নাকি ওই জনতার ভিড়ে।
অন্ধকার থেকে বাঁচতে পারো সব তোমার হাতে
সমস্যা হলে তাতে, সবাই তোমার সাথে।
কঠিন এই পরীক্ষায় থাকবে অনেক দুখ
তবু লড়ে যেতে হবে যদি দেখতে চাও সুখ।

অম্লান বদনে হাসছি ■ অগ্নিজ ভট্টাচার্য

রোদে পুড়ে জলে ভিজে ওরা শ্মশানের মড়ার মতো অর্ধেক হাঁ করে আছে,
আমি-তুমি অম্লান বদনে হাসছি কারণ এইখানে পুলিশ-আসামি একসাথে থানায় থাকে।

ওদের চামড়া দিয়ে পারস্য কার্পেট তৈরি হচ্ছে,
আমি-তুমি অম্লান বদনে হাসছি কারণ এইখানে দাম আর দামির তফাৎ কেউ বোঝে না।

কুলিক ■ শর্মিষ্ঠা কুণ্ডু

সন্ধ্যে নামার আগে চেনা কুলিকের বাঁকে,
খানিকক্ষণ থেকো একান্তে হাতে হাত রেখে।
নাই-বা-হল আজীবন সাথে থাকা,
তবুও থেকো কিছু সময়ের অপেক্ষায়,
একমনে শুনব শামুকখোলের কলতান, ---
একান্তে রইব বসে সবুজ ঘাসের গালিচায়।

ধর্ম-কর্ম ■ নিরুপম পাল

ধর্ম তোমার কী?
হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-শিখ-খ্রিস্টান?
ধর্মে আমি মানুষ।

কর্ম তোমার কী?
সরকারী-বেসরকারী?
কর্মে আমি সৎ।

নিহত শব্দরা ■ মনোজ জানা

ডানার উপর ভর রেখে কারা যেন হেঁটে যায়,
অন্ধকার শালপাতায় বসে কারা যেন স্বপ্ন দেখে–
নির্জনতার মস্ত বারান্দায়
অনভিপ্রেত শব্দরা কান্নার গামছায় গা মুছে
বলে, ‘‘জ্বলছে পেট,
আমাকে এক থালা ভাত দাও।’’

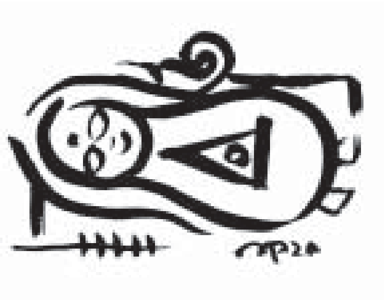

সুলক্ষণা ■ দুলাল সুর

নিস্পাপ ফুটফুটে কন্যার জন্ম শুভক্ষণে
সোহাগে রেখেছে পিতা সুলক্ষণা নাম
প্রাণঘাতী ক্যান্সার কেড়ে নিল পিতা
সুলক্ষণা হল আজ ডাইনি সমান!

জলছাপ ■ রাজর্ষি মজুমদার

কথায় আছে হাঁটলেই হাঁটা হয়,
বললেই বলা হয়......
তবুও কিছুই হয় না।

দাবার চালে বসলেই,
শুধুই আমার মন্ত্রী খোয়া যায়।
ওপাশ থেকে ভেসে আসে, কিস্তিমাত...কিস্তিমাত।।

ফিরে চলো ■ সৌরভ রায়

এ শহরের আচমকা আর তেমন অসুখ করে না,
যবে থেকে পুরাতন প্রেম এসে খোঁজ নিয়ে গেছে।
বুনো লতা, কলকে ফুল, জামরুল আর জারুল-
ফিরে চলো স্মৃতি বেয়ে, ফেলে আসা ঐ শৈশবে।
কি আর আছে, সংকোচ আর অজুহাতের দরুন;
ধানের আল, সরষের খেত - ফিরে চলো অতীতে।

হক্কাহুয়া ■ সুকান্ত সেনগুপ্ত

আবোল তাবোল বকছে শুধু
বুলবুলি'টার ছানা,
সন্ধ্যে সকাল আগবাড়িয়ে
রাজবাড়িতে হানা।
বলছে শুধু রাজা মশাই
খুদ কুড়ো এক পুয়া,
দাও-না খেতে এঁটো ভাতে
করব হক্কাহুয়া।

বদলে যাচ্ছে সময় ■ বুদ্ধদেব ঘোষ

সময় কেমন বদলে যাচ্ছে
এখন বিষন্ন আলোয়
ঢেকে যাচ্ছে চাঁদ ও জ্যোৎস্না।
চেনা মুখগুলোও কেমন লাগে অচেনা।
এখন লালসার বিষে কুঁড়িগুলো
আর ফুল হয়ে ফোটে না।

আয় লো সই, খেলবো হোলি ■ সামসুল হক

অনুভূতির আবির দিয়ে রাঙিয়ে দেব
চুলের থেকে পায়ের পাতা
যাবি লো, সই আমার বাড়ি ...
আকাশ-বাতাস রাঙা প্রেমে সেথা।

কাপড়-চামড়ায় রঙ মাখিয়ে কী লাভ তাতে ...
মন যদি তোর না রাঙে সই প্রেমের ফাগে?

স্বাভাবিক ■ ধ্রুব বিকাশ মাইতি

উপমহাদেশের সমভূমিতে
প্রতিবেশিরা ঘুমিয়ে থাকে
ভরা পেটে অন্ধের চোখে।
পোড়া শরীরে মাটির মতো থাকা
পৃথিবীর পথেরা ধরা দেয়
স্বাভাবিক ভাবে হাত তুলে।

ভুল ■ পার্থ মুখার্জি

মুঠো মুঠো মাটি চাপা দিতে হয়
আর কিছু না হারাবার ভয়ে,
এখন সত্যিটা মিথ্যে
মিথ্যে সত্যির অভিভাবক।
খুঁড়তে খুঁড়তে অতিকায় গর্ত
নির্বাক স্থির দৃষ্টি; আমি আর আমার অন্ধকার।।

নষ্ট সময় ■ রানী সেন

ভাবছি বসে
অনেক সময় নষ্ট হলো জীবন শেষে

ছিলো কত কাজ
কিছুই তার হয়নি করা অনুশোচনা আজ

তাই লাগে ভয়
অকাজে জীবন গেল অকারণে নষ্ট সময়।

পায়ে বেড়ি ■ বিকাশ চন্দ্র সরকার

গৃহ বন্দিদশা থেকে শুনতে পাই
সুদূরের বাঁশির সুর ...
বহু দূর থেকে ভেসে আসে
প্রকৃতি রানীর প্রেমের হাতছানি!

নির্জন নিরিবিলি ঝর্ণার অবিরাম
কল-কল ফেনিল জলরাশি!
স্ফটিক স্বচ্ছ ঝর্ণার জল
দূর থেকে ভেসে আসে ফুলের মিষ্টি গন্ধ।

মনের ভেতর উথাল পাথাল
আর কতকাল থাকতে হবে গৃহবন্দি,
পাহাড়ের সেই মৌন অভিব্যক্তি
আয় চলে আয় পায়ের বেড়ি ভেঙে।

অমাবস্যা কাল ■ সিরাজুল ইসলাম জীবন

আচমকা ঝড়ের টানে নুয়ে পড়েছে আমার আনারের ডাল
কৃষ্ণপক্ষের নিদারুণ ছোবলে যেমন নীল হয় রাত্রির সকাল।
কেটে যায় অবচেতনে লখিন্দরের বিরহ সময়
আর কোনো বেহুলা লোহার সিন্দুকে খুঁজে না প্রণয়।
বিদ্যাপতির অমিয় গীতি ঝরে পড়ে বড় সকরুণ সুরে
রাধিকারা চিরকাল হেঁটে যায় আনবাড়ি আনঘরে।

খাপছাড়া ■ সম্রাট গোস্বামী

(১) যতই ভাবি কালজয়ী এক কাব্য আসবে পেনে,
সীমায় বাঁধা এ মন। কাব্য চির অসীমকে চেনে।

(২) অনেক কিছু বলার মাঝে অনেক কিছুই ক্ষীণ –
ঠিক যেরকম পাঞ্জাবিটার গোটানো আস্তিন।

(৩) 'এবারেই হোক শেষ।' তখনই ভেবেছি
ভেতরে কে বলে, 'এইতো বেশ রয়েছি'।

আয়না ■ সন্দীপ রায়

আলো ছিটকে যাবার আগে
আলোকে বশে আনা
প্রতিবিম্বের উপর নজরদারি,
আয়নায় প্রতিনিয়ত যুদ্ধের ছায়া
প্রজ্জ্বলিত বিপ্লবের আগুন –
গিলে খায় দাম্পত্যের অবিন্যস্ত পারদ।

শুভ বসন্ত ■ বনানী চক্রবর্ত্তী

পলাশের আগুন চাপা বেদনার গৈরিক রঙে
বসন্তের প্রথম আঁচ লাগলো আমার শরীর জুড়ে।

চৈতি কথা ■ কার্তিক পাত্র

চৈত্র মাসের খুব সকালে
পলাশ গাছের ডালে ডালে
ফুটছে পলাশ ফুল।
ছাতিম গাছের মগডালে
গাইছে কোকিল আপন তালে
সুরটা খুব ব্যাকুল।

নতুন বছর ■ চৈতালী রায়

একটি নতুন গাছ জন্মাবে।
তার বাহান্ন ডালে তিনশো পঁয়ষট্টিটি পাতা
বারোটি ফুলের সাথে ছয়টি ফল
আর থাকবে দিনরাত্রির মতো দু'টি পাখি
যে গাছ আমাদের সকলের জন্য
শান্তি, ছায়া ও অক্সিজেন যোগাবে।

আকাশের তারা ■ রথীন পার্থ মণ্ডল

আকাশের তারা ধরে শিশুটি বলল,
''মা, খিদে পেয়েছে, খেতে দাও''
নদীর ভেতর থেকে মা বলল, ''চুপ''

আকাশের তারা ধরে শিশুটি আবার বলল,
''মা, খিদে পেয়েছে, খেতে দাও''
নদীর ভেতর থেকে বাবা বলল, ''চুপ কর''

শিশুটি ধীরে ধীরে রাত হয়ে গেল।

■ অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

১
মানুষ বেড়েছে। তবে
ততটা বাড়েনি। তুলনায়
জঙ্গল বেড়েছে।

২
মৃত্যুর মতন কোনও মারভেলাস ছবি নেই।
অথচ সে-ছবি কেউ
সখ করে কখনো আঁকে না

উদ্বাস্তু মন ■ সম্পা পাল

বাস্তবের উপর কল্পনার প্রলেপ দিয়েছি
তবু রক্তের গন্ধ দূর হচ্ছে না
জীবন্ত লাশগুলো ওভাবেই হেঁটে যাচ্ছে
এমন সময় এলে ? দেবার মতো ঘরে আর কিছু নেই
শুধু ছিল ..... এক উদ্বাস্তু মন
যাকে তুমি নাগরিকত্ব দিলে না।

আশ্বাস ■ দুর্গাশংকর দাস

রাতের গহন গর্ভে হেঁটে গিয়ে
চড়তে শুরু করি একটি পুরনো গাছের ডালে ডালে

ভগ্নপ্রায় শীর্ণ শাখা কঁকিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়
লজ্জায় খসে খসে পড়ে শুকনো কমজোরী প্রশাখা

তখনই এক সাহসী পাতা
আশ্বাসের হাত বাড়িয়ে দেয় আমার প্রতি।

এখানেই ঈশ্বরের বাড়ি ■ নিজামুদ্দিন মণ্ডল

এবার ঈশ্বর নেচে উঠবে
আমরা দু'টি গাছ এক হয়ে যাব
আমাদের কোনো ছায়া থাকবে না
কিন্তু, আমাদের শক্তি থাকবে...

প্রবল গর্জন
নদী-নৌকা ভেঙে তছ্‌নছ্‌ হয়ে যাবে
এখানেই ঈশ্বরের বাড়ি
আমরা ঘুমিয়ে পড়ব

নষ্ট ভালোবাসা ১ ■ দীপ ব্যানার্জি

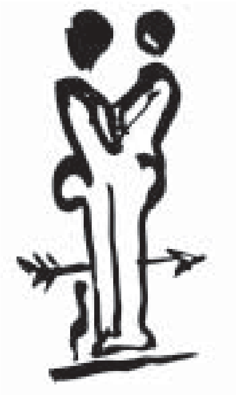

বছর ঘুরেছে, শরীর পুড়েছে বহু আদরেতে বারবার;
মন জানে তবু, এ যৌনতা শুধু তোমাকে ছোঁয়ারই কারবার।
ভালোবাসা না কি, স্নিগ্ধ জোনাকি এই রাত এই আলো;
আলো নিভে গেছে আঁধারও নামেনি ধুসরেতে আছি ভালো।

নষ্ট ভালোবাসা ২

আমার পদস্খলন হয়েই চলেছে প্রতিক্ষণ, প্রতি পলে,
তবু কেন পাতাল প্রবেশ এখনো অনেক দূরে।
দামী আতরের মাতাল সুবাসে যতই নিজেকে ভাসাই
ততো তোমারই ঘামের গন্ধ আমার শ্বাসপ্রশ্বাস জুড়ে।

কৃশানু ■ তারকেশ্বর চট্টরাজ

শিব মন্দির সংলগ্ন
বেল গাছের ডাল ভেঙে
আমি সমিধ বানিয়েছি
কৃশানু, তোমার পবিত্র অঙ্গে
দেব বলে
তোমার শিখা প্রজ্বলিত হোক।

নকশা ■ নবনীতা সরকার

আমার মিথ্যে প্রেমের অক্ষরে অক্ষরে
স্থিরশীলা নদীর জন্মদাগ।
ভালোবাসতে শিখিনি তাই
ফিরে ফিরে চলে গেছে সব ঢেউ।

তবু আমার ভেতর ঘরের নকশাটা
কিছু ছেঁড়া খামের পুরোনো গন্ধ আগলে রাখে এখনো।

বেঁচে থাকাটাও যে গৌরব ■ দীপকুমার

ঝড়ের শেষে ঝরে যাওয়া ফুল
বলে মুচকে যাওয়া ডালের ফুলকে
তোমার থেকে আজি ভাই ভালোই আছি
ঝরে গিয়ে ঝড়ের অবশেষে!

ডালের ফুল বলে, যন্ত্রণা যদিও আছে,
তবুও ভাই সতেজ আছে সৌরভ -
বেঁচে থাকাটাও যে গৌরব!

শক্তি ■ প্রদীপ কুমার পাল

জমাটবাঁধা গাঢ় অন্ধকারের
বুক চিরে একচিলতে আলো—

যেই পড়ল মনে
"অবনী বাড়ি আছো"?

সমস্ত চেতনা জুড়ে ঝড় উঠল।
চরাচরে বিদ্যুৎ চমকালো।

শেষ দিনগুলি ■ বিমল দে

জলাশয়, নদী, অতিক্রম করে সাহস সঞ্চয় করেছি অনেক,
তাই, সাগরে বিছানা পেতেছি।

দাবানল পরিক্রমার পরে - যজ্ঞের আগুনে আমাকে আর কতটুকু পোড়াবে?
তবু, কমণ্ডুলের পবিত্র জল ছিটিয়ে একবার অদম্য চেষ্টা,
অমৃতের সন্ধান পেলেও পেতে পারি।

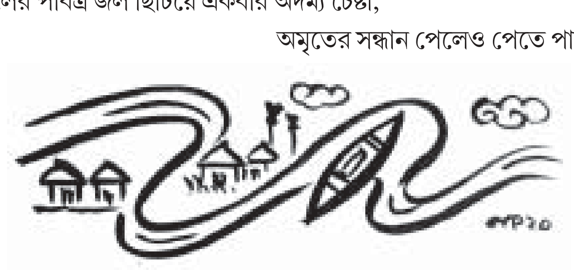

প্রথমবার ■ চিনাংশু গোস্বামী

শীতল দেহে উষ্ণ পরশ, প্রথম যেদিন দিলে,
চোখা চোখি সারাটা দিন, আমরা দোহে মিলে,
হাতটা হাতে ধরলে তুমি, অপার, অসীম সুখ,
চোখা চোখি ঘণ্টা কিছু, লাজুক দুটি মুখ,
আজও আছে সেই কিনারা, মজা দীঘির পাড়,
বসে সেথা নতুন পাখি, নতুন জুড়ি তার।।

যজ্ঞেশ্বর ■ আশীষ ঘোষ

যেখানে যা কিছু দেখি সুন্দর
সবাকার মাঝে তুমি হে মহান।
তুমি তো আছো মত্ত নিত্য আপনাতে,
অনন্ত প্রেম দাও হৃদে অন্তরতম।
নিয়ত আছো মগ্ন হে শ্রষ্টা ভাঙ্গা-গড়ায়,
এই মহাযজ্ঞে তুমি যজ্ঞেশ্বর পূত মন্ত্র।

ক্ষত সমগ্র ■ ভগীরথ সর্দার

খোঁপা খুলে রেখেছে নদী
তার মেঘাচ্ছন্ন মুখ
বৃষ্টি আহবান করছে
ভালোবাসা কত পোড়ায় মন
আড়ালে জানবো তার ক্ষত সমগ্র।

ভালোবাসা ■ ডালিয়া মুখার্জী

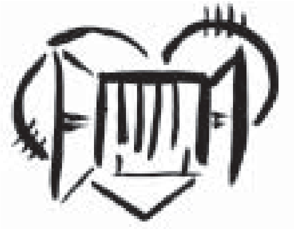

ভালোবাসা যদি তোমার
জানালার ফাঁক গলে
গ্রীষ্মের মিহি বাতাসের মতো
শুভ্র স্নিগ্ধতায় দু'চোখ ভরিয়ে দেয়...
সহসা যদি উবে যায় তোমাকে
জড়িয়ে থাকা সব বিষন্নতা...

টু পেগ - চিয়ার্স ■ শ্রীনীল

(১)
কথাগুলো প্রতিবাদী হলেই ঈশ্বরও স্বার্থপর হয়ে যায়
টালমাটাল মদের গ্লাসে মুখ লুকায়
নিঃস্বার্থ পৃথিবী
(২)
পেটগুলো পপুলারিটি চায় না
পপুলারিটির পেটে অনন্ত খিদে
মেকি মিছিলের পায়ে রক্ত মাখে গর্ভবতী বিদ্রোহ

পূর্ণতার অভিলাষে ■ শম্পা চট্টোপাধ্যায়

মুঠো মুঠো নির্জনতা,
ধোঁয়াশা আকাশ রুদ্র বাতাস,
কিছু অনিবার্য ভাবনারা বৃন্তচ্যুত শব্দেরা,
কল্পমাখা অভিমান পূর্ণতার অভিলাষে,
দায়বদ্ধ দোটানায় উষ্ণতাহীন আগামীর পথে হাঁটে!
অগোছালো অস্তিত্বে প্রতিক্ষিত শব্দের চারপাশে।

গন্ধরাজ ■ শর্মিষ্ঠা ঘোষ

গন্ধরাজ, গন্ধরাজ, গন্ধ ভারী মিষ্টি।
কোথায় পেলে গন্ধ এমন? কে করেছে সৃষ্টি?

প্রভাতবেলায় সূর্যমেঘে রাঙাও দেহখানি –
অলস মেয়ে তুলে এনে সাজায় ও ফুলদানি।

আপন মনে দ্বিধা ভুলে গন্ধ দিয়ে যাও।
সত্যি করে বলো আমায়, এতেই কি সুখ পাও?

মনে মনে বেঁধে থাকি ■ শম্পা দত্ত

নতুন বছরে এসো মিলেমিশে থাকি,
কেটে যাক দিন, জোছনায় মাখা রাত,
পৃথিবীর রোগ সেরে যাবে জানি,
বাড়িয়ে দিলাম বন্ধুতার ও হাত।
বাড়ানো এ হাত হৃদয় দিয়েই ছুঁয়ো,
অনেকটা পথ এখনও যে আছে বাকি
পাশাপাশি হাঁটা এখন যাবে না জানি,
আয় মনে মনে, আরও বেঁধে বেঁধে থাকি।

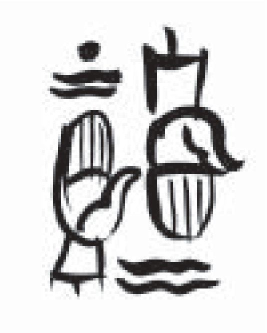

গত-কালের গল্প ■ অরিন্দম ভট্টাচার্য

তাদের নিয়ে ভুল ভাবি বা ঠিক ভাবি
ভাবনা তবু গত-কালের গল্প দেয়।
একদিন যারা আমার গল্পে সামিল ছিল
ঘর বেঁধেছে ধুলোর পরত ডায়রীটায়,
ব্যালকনি আর মহামারীর দিন কেটে
আমারও মন ওদের মতই মুক্তি চায়!

করোনা সিরিজ ■ শান্তনু গুড়িয়া

ভাইরাস, ড্রপলেট বাহিত, আমরা গর্তে ঢুকে পড়ি
কাম-কাজ ফেলে, আয়েশ-আলস্যে রাতদিন গড়াগড়ি

বন্দিদশা মানিয়ে নাও এই গৃহবন্দিদশা
ঝুল ঝাড়ো, পুরোনো অ্যালবামের – ঘুচবে হতাশা

ঠোঁট পেড়ে এনে দিলে একচোট খিদে পাতে, পাতায়
জিভের রহস্য চুমুর চোট্টামিতে মাতে নিজস্ব মুদ্রায়।

আগুনের মতো ■ বি. কে. স্বপন

গেঁথেই গেছে ক্ষতের চিহ্ন; ভালোবাসায় হবে না,
ঘৃণাই পারে নিশ্চিহ্ন করতে।

ছাই নয়, আধপোড়া কাঠ – তাই এতো ধোঁয়া
ওড়ে...
আগুনই লিখবে এর নিয়তি।

ক্ষতের চিহ্ন, ধোঁয়ার জ্বালা মুছে দিতে চাও যদি
আগুনের মতো হয়ে ওঠো...

কবিতাযাপন ■ মীরা মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণ ঘনিয়ে আসে আমাদের কবিতাযাপনে
শোকগাথা ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে পথময়
জ্যোৎস্না অক্ষরগুলো নিয়ে খেলা করে
এরকম সাদা বাড়ি আগে আমি দেখিনি শহরে
এরকম শব্দমাপা... অনিশ্চিত কবিতাযাপন
শ্রাবণ ঘনিয়ে আসে আগাম সতর্কবার্তা ছাড়া

যুদ্ধ ■ অঞ্জনা দাস

গৃহবন্দী শ্রেষ্ঠ জীব
করোনার সাথে যুদ্ধ
এ্যাতো বোমা বন্দুক থেকেও
সকলের বাকরুদ্ধ।
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও করোনা
সাধারণ অণুবীক্ষনেও অদৃশ্য !

প্রেম পণ্যপরাহত ■ ত্রিস্তান আনন্দ

ঋণা - এভাবে ঘৃণা কেড়ে নিলে
জীবসাম দিয়ে মজিয়ে রাখা জমিনের শাঁসে জমে উঠেছে তোমার
বীজতলা উর্বরজ্যোতিষ্ক তরঙ্গমালা

তোমাকে ঘিরে বাণিজ্যের ধ্যানে বসেছে এক সুদখোর মহাজন
তুমি প্রতিটি প্রতঙ্গে নির্বিবাদে যত্নে স্বস্তিতে ফুটে তুলেছো
লোভী ইতরের কামুক তালের ঢেউ
মুখ খুলেছে তোমার আবৃত ভাঁজে খাদে বাঁকে কি সমতটে

তাক লাগা একদানা ফ্রক তুমি কি তড়িঘড়ি কামিজ হয়ে গেলে
বছরের পর বছর কবি তোমাকে শৈশবের লয় থেকে
একটি সরলপাঠ্য কবিতার ছোঁয়া দোলা ঘ্রাণ বোঝাতে পারেনি
এভাবে ঘাড় ধরে ডুবিয়ে দিলে তোমার আকাশ
ছোঁবে পণ করেছিলে এই প্রকাণ্ড পাহাড়(টাকে)

ঋণা - পাপড়ি ছুঁড়ে কী ভাবে ঘৃণা কেড়ে নিলে
মহামহোপাধ্যায়ের শ্রমে মেধায় আবিষ্কৃত প্রত্নপাণ্ডুলিপি/
এক গাড়লের হাতে তুলে দিলে।

আকাঙ্খা ■ কাকলি চট্টোপাধ্যায়

আবার আকাশ কালো বোরখায় মুখ ঢেকে নেয়।
এক আকাশ আলো আনবে বলে সূর্যটা সেই যে পুকুরে ডুব দিলো...
তার আসার আশায় পথ চেয়ে বসে থেকে বেড়ালটা অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।
সদরে কুকুরটা অলস শুয়ে ...
পুকুরপাড়ের বুড়ো জামরুল গাছের পাতাগুলো
মুখ কালো করে অপলক জলের দিকে চেয়ে থাকে।
শুধু একটা জলপিপি গাছের ডালে বসে সময়ের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে
ও জানে, একমাত্র সময়ই পারে সূর্যকে জল থেকে তুলে আনতে।।

কালবৈশাখী ■ সুশীল কুমার রায়

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে,
ঘনিয়ে অন্ধকার,
আসছে ধেয়ে নৃত্য তালে,
ঝড় ভয়ঙ্কর।
নদীর পাড়ে একলা মাঝি,
করছে পারাপার।

নিজস্ব দুঃখ ■ অসিকার রহমান

কেউ নেই কিছু নেই আমার
না শহর না অরণ্য না অন্য কিছু
কিংবা প্রান্তর –

নিজস্ব দুঃখ ছাড়া কার-ই-বা কি থাকে
থাকে না কিছুই –
কখনো ছিলো কি? কখনো ছিলো কি??

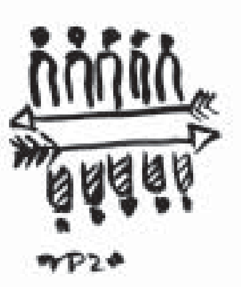

সালংকারা ■ সঞ্জয় চক্রবর্তী

সভ্যতার এ জগত ম্লান দৈন্য, চক্রব্যূহে বিবর্ণ, যেভাবে
কুটিরে বসে দীন শাকান্নে এক শ্বাপদের নখর খুঁজে পায়।

সম্পর্কে পরস্পর প্রস্তর যুগীয় দ্বৈরথের বধ্যভূমিতে,
অবশেষে পার্থিব ক্লান্তি ইশারায় নিশ্চিত জীবনকে আচ্ছাদিত করে।

রক্তিম অন্ধকারের অচিন হৃদয়কাব্য বন্য।
একাকিত্বের ছল চাতুরিতে বিষাদময়, সে সালংকারা।

ধর্ম ■ অশোক মণ্ডল

ধর্ম যদি ডেকে আনে
মানব-মৃত্যুর শোক
তবে, প্রতিটি মায়ের গর্ভে
নাস্তিক জন্ম হোক!

নেশা ■ স্বরূপ সিংহ রায়

শুধু কি ধরায় নেশা
ভিজে ভিজে মহুয়ার ফুল?

কখনো তো ছুঁয়ে যায় মন
হংসিনী গ্রীবা, তিল
মেঘ মেঘ বনলতা চুল।

বুরুশ ■ দেবার্ঘ সেন

পৃথিবীর সব গাছে জলেরা যখন পিঠ ঠেকিয়ে
হেলান দিয়ে বসে...
তখন আমাদের জখম হওয়া আশঙ্কা
তীব্র হয়ে ওঠে।

ভালোবাসার শ্মশানে আমরা তখন
ডোমেদের সাথে এলাচ কুড়াই...

ইনডেক্স অফ লাইফ ■ জেবুননেসা হেলেন

জগ থেকে তৃষ্ণার জল ঢালতে ঢালতে মনে হলো-
জলের পি এইচ কম বেশি হতেই পারে।
কিন্তু জল নড়া দেখে কি বোঝা যায়,
কতটা হাইড্রোজেন আর কতটা অক্সিজেন
আয়ন এই জলের অন্তঃপ্রাণ?

পরানখালুই ■ আবদুল্লাহ আল রিপন

এখনও আলোর মাঝে দারুণ বৃষ্টির ঘ্রাণ!

আঁখির আকাশ খুলে খুলে
ওড়ায় বাতাস বিস্ফোরণের আতর!

মৃত্যুমদিরায় ধীর তীরবেঁধা আঁখি
আর তড়পায় পরানভরাপ্রিয়া!

এ কোন অসুখে, রাতভর
গোলাপের গাল হতে সুরভি পড়ছে গলে, জলে!
সুবেসাদিকের অখিল আকাশপ্রাচী
রক্তের মাখনে আঁকা এ কেমন মৃত্যুর প্রতিমা!

ঘুমোতে পারিনি সারারাত!
প্রিয়, গ্রহণ করো প্রার্থনা
মেনে নাও কপালের সিলমোহর
মুছে দিয়ে যাও মুখ হতে মৃত্যুমদিরার ফেনা
চূর্ণ করো পুষ্পপ্রতিভায় ফোটা মাটির এ পেয়ালা
খুলে দাও আমার নিখিল নীল পরানের খিল!
অথবা একদিন আমরা যাবো
ঝড়ের শহরে; দেখে নেবো
বৃক্ষ কয়েক! – তীর বেঁধা!

সময় হয়নি ■ আভা সরকার মণ্ডল

অস্তগামী বিকেল কপালে লিখে রেখে গেছে চুমু
আবীর রঙে শিহরণ দিয়েছে সাজিয়ে
কুয়াশার ফোঁটায় ফোঁটায়।

না বলে ফিরে গেছে...
এই বদনামের ভাগীদার, নয় সে কোনমতেই

শুধু নালিশের-ই সময় হয়নি
চোখের পর্দা সরিয়ে ছুঁয়ে দেখার...
ভোর-প্রজাপতির ডানায় লেগে থাকা পরাগ আর
কুসুমিত বনে তার দিঘল পায়ের ছাপ...

ফুসকুরি ■ শূলপাণি শর্মা

(১)
কান দেবেন না
প্ররোচনায়
মগ্ন থাকুন
গো-রচনায়!

(২)
বাহারি ছাঁট ছাত্রের চুল
স্কুল করেছে দরজা বন্ধ
সত্যি নাকি স্কুলের ভুল
হিটলারের ভূতের গন্ধ!

(৩)
সারা দেশে
বেকার
ফুটপাথে
হকার!

(৪)
বাঘ বাড়ছে বনে
রাজনীতিতে শেয়াল
প্রেমে এবং রণে
কাক গাইছে খেয়াল!

(৫)
পুবদিকে
ডেঙ্গি
পশ্চিমে
জঙ্গি!

(৬)
ডাকাত করেছে কাজ
পুলিশের বেশে
পুলিশ ঘুমিয়েছিল
তবু গেছে ফেঁসে!

(৭)
বৃষ্টি-বন
আমাজন
কার কল
দাবানল
কারও লোভ
কারও ক্ষোভ
কী আবহ
শোকাবহ
খুশখুশ
ফুসফুস
সব শেষ
পরিবেশ!

(৮)
আপনি কি
গান্ধিবাদী
উত্তর :
নির্বিবাদী!

(৯)
মেলে না আর
বিজ্ঞাপন
তা হ'লে আর
কেন আপন!

(১০)
কী জাতক
কোন রাশি
ই জাতক
চাপরাশি!

বসন্তসেনা ■ বিদিশা চট্টোপাধ্যায়

উচ্ছিষ্টের আলোকবর্ষ পেরিয়ে
আজও ওরা আসে, রাশি রাশি
রূপ, রস, গন্ধ, হাসি মজা - গানে।
অনুকম্পাহীন রাতে, সমস্ত বিতর্কের
গলাটিপে, চোরা জলছাপে।
ঠোঁটে সূর্যাস্তের গাঢ় লাল বৈদূর্য মণি,
চোখে মেঘের কাজল।
ওরা কখনো চাঁদ হয় মুগ্ধ জ্যোৎস্নায়
কখনো বা ফুল পল্লবিত শাখায়।
ওদের সারা শরীর ছুঁয়ে,
বহুযুগ আগেকার এক নির্মাণ,
আধ্যাত্মদর্শনে নিমগ্ন।
ওদের ভয় নেই, দুঃখ নেই,
নেই শৃঙ্খল।
ওরা সব বসন্তসেনা, যারা প্রতি জন্মে
উড়িয়েছে ফাগ, মাখিয়েছে আতর
বিলিয়েছে দেহ, উন্মত্ত সঙ্গমে।
মৃত্যুহীন বসন্তসেনারা,
প্রতিকূলতার হাজার পাহাড় ডিঙিয়ে
আজও, তার চারুদত্তের জন্য
একইভাবে হেঁটে চলেছে
আততায়ী শতাব্দীর পিছু পিছু।।

ব্যর্থ কাব্য ■ তাপসী লাহা

ব্যর্থ কাব্যের দোরগোড়ায়
জড়তাবিদ্ধ দিশাহীন চর্যারা
শুধু চেষ্টা করে যায়।
লেখেনি প্রেরকপ্রস্তাব, তবু বাক্যবদ্ধ সতীত্ব
নিরলস
প্রণয়কথার গুজব ওড়ায়।

ঘাতক ■ জয়ন্ত কুমার মল্লিক

মারণ রোগ করোনা আর মানুষ মেরো না
ভাঙলে তুমি অনেক ঘর বাড়ালে তুমি মনের জ্বর।
জানিনা তোমার ফন্দি, আমরা তো ঘর বন্দী
কোটি মানুষ হতাহত তোমার ভয়ে শিহরিত।
ছেড়েছ তুমি মৃত্যুবাণ পৃথিবী আজ যেন শ্মশান
তোমার টিকা ঠিক বেরোবে তুমি পালাবার পথ হারাবে।

নারী স্বাধীনতা ■ শৈলেন পাত্র

কুমোরটুলির যে ঠাকুমা
রোজ বারো বালতি জল ভরে
সংসার সার্কাসের তাঁবুতে টান দিতে -
নারী স্বাধীনতা তার।

পুরুলিয়ার যে আদিবাসী রমণী
রোজ রোদে কাঁটাপাহাড় পেরোয়
জীবিকার জল স্রোতে -
নারী স্বাধীনতা তার।

ভাগলপুরের যে দেহাতি নববধূ
সদ্য স্কুল-ছেদের ব্যাথা ভুলে
পণের নাগপাশে বন্দি -
নারী স্বাধীনতা তার।

স্বামীর সাত মাসের সোহাগ
সঙ্গে করে যে ওঠে সিঁড়ি বেয়ে
মাথায় ইট পেতে অলীক ভবিষ্যত -
নারী স্বাধীনতা তার।

একাডেমি অঙ্গনে আকছার
ধোঁয়ার আবাদে - কর্কটের ফলনে,
মুক্ত বিহঙ্গ মনের মত খাঁচা খোঁজে
কবি ভাবে নারী স্বাধীনতা কার!

লড়াই ■ শ্রীকৃষ্ণ দে

লড়াই সংজ্ঞাহীন।

মহাদেশ-মহাদেশ, দেশ-দেশ, ব্যক্তি-ব্যক্তির
ছায়া ছাড়িয়ে বিরুদ্ধে অদৃশ্য শত্রুর

শত্রু আকারহীন, অজানা সঙ্গীন
জানে না কে ধনী, কে বা দীন হীন

এখন প্রকৃতি স্বাধীন, মানুষ পরাধীন।

বদল ■ তীর্থঙ্কর সুমিত

কিছু হাত
বদলে গেছে সময়
ফিরে আসে ঢেউ
আর
সাজানো বাগানের এক একটা স্তম্ভ

পেরিয়ে গেলেই গ্রীষ্ম।

স্কেচ - দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ ল্প মা লা

স্বস্তি ■ মনন দাস

আমার নাম হাঁদা, ভাল নাম একটা আছে, কিন্তু সে নাম বললে গ্রামের লোক চিনবে না। আসলে ভালবাসায় এসব হয়। গ্রামের লোকে ভালবেসে ওরকম বলে থাকে - ভোঁদার ব্যাটা হাঁদা! এ এক হাঁদার কাহিনী।

বর্তমানে আমি শহরে থাকি। শহরতলিতে একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনেছি। চাকরির সুবিধা আর আমার বৌয়ের ইচ্ছাও বটে! এর জন্য অবশ্য সে বাবার থেকে কিছু টাকা এনেছে। আমার বাবাও কিছু দিয়েছেন, আর আমার কিছু জমানো ও কিছু ধার।

আমি কমার্স গ্র্যাজুয়েট, প্রাইভেট কোম্পানীতে সাধারণ চাকরি করি, আমার স্ত্রী গৃহবধূ, আমার পুত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। আমি স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ। যথাসাধ্য রোজগার করি। মাঝে মাঝে ওভারটাইমও করে থাকি। আমার প্রভিডেন্টফান্ড, গ্র্যাচুয়িটির নমিনি আমার স্ত্রী, ব্যাঙ্কের টুকটাক ফিক্সড ডিপোজিট - সেও স্ত্রীর সঙ্গে যৌথ ভাবে। আমি স্ত্রীকে ভালবাসি, আমাদের দেখাশোনা করেই বিবাহ হয়েছে, সন্তান আমার চোখের মণি!

আমার চাহিদা সীমিত, এই আট বছরের বিবাহিত জীবনে একবার পুরী ও একবার দীঘা বেড়াতে গিয়েছিলাম। এছাড়া কখনসখন তারকেশ্বর বা দক্ষিনেশ্বর ঘুরতে যাই। স্ত্রী ও সন্তানের জন্য মধ্যমানের পোষাক কিনেই সন্তুষ্ট থাকি, নিজের জন্য আরো কম। আমার সব চাহিদাই সীমিত, খাবার চাহিদা, পরার চাহিদা, এমনকি শারীরিক চাহিদাও। সকালে খেয়েদেয়ে টিফিন নিয়ে অফিস যাই। সন্ধ্যায় ফিরে চা টা খেয়ে ছেলেকে নিয়ে পড়াতে বসি, তখন স্ত্রী পাশের ঘরে টিভি দেখে। আমি কখনসখন টিভিতে সিনেমা দেখি। সব মিলিয়ে আমি মোটামুটি সুখী মানুষ (ছিলাম)। কিন্তু!

এই একটা কিন্তুর পিছনে আমি গত তিন মাস ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাদের এই সস্তার ফ্ল্যাট বাড়িতে কোন পাহারাদার নেই। চারতলা বাড়িতে মোট আটটা ফ্ল্যাটে যে যার সিকিউরিটি নিজের কাছে। নীচে কোলাপসিবিল গেটে রাত্রি দশটায় তালা পড়ে। তালা দেন নীচের ডানদিকের ফ্ল্যাটের কালীবাবু। সকলের কাছেই ডুপ্লিকেট চাবি আছে, প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। কালীবাবুর নীচের তলার ফ্ল্যাটে দরজার সঙ্গেই লাগোয়া জানালা সবসময় খোলাই থাকে। উনি রিটায়ার্ড মানুষ, স্ত্রী গত, ছেলে-বৌমা চাকরিতে চলে যান। হাঁটুতে ব্যাথা তাই বিশেষ কোথাও যাননা, দিনের বেশীর ভাগ সময় জানালার ধারে বসেই কাটিয়ে দেন, কাউকে কাউকে ডেকে কথাটথা বলেন।

একদিন কালীবাবু আমাকে ডেকে বললেন - বলতে গিয়ে বেশ কয়েকবার ঢোক গিলে কিন্তু কিন্তু করে তারপর বললেন - আচ্ছা, মাঝেমাঝে দুপুরবেলা লম্বামতো এক ভদ্রলোক চোখে রিমলেস চশমা, সরু গোঁফ আপনাদের ফ্ল্যাটে আসেন, উনি কি আপনার ভাইটাই কেউ হন?

আমি ঘাবড়ে গেলাম – জানিনাতো!

– সে কি? আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, – কোন তলায় যাবেন? বললেন চার তলায় ডান দিকের ফ্ল্যাটে – আজও এসেছিলেন।

চারতলায় উঠতে উঠতে মন হু হু করতে লাগল, ওই চশমা আমি চিনি, স্ত্রীর কোন সম্পর্কের দাদা না কি যেন, সুব্রতদা –

ওনাকে প্রথম দেখেছি বিয়ের সময় ছাদনা তলায় কনের পিঁড়ি ধরতে। এক দিকে বড় শালা আরেক দিকে উনি, বৌ দুহাত দিয়ে দুজেনর কাঁধ জড়িয়ে ধরেছিল, অপরিচিত ওনাকে আমার কেমন যেন লেগেছিল। কেন বোঝাতে পারবনা, কেমন এক অস্বস্তি –

গ্রামের বাড়ি থেকে অফিস করতে আমায় সকাল ছটায় বেরিয়ে রাত্রি দশটায় বাড়ি ফিরতে হতো, তাই বিয়ের পর এখানে শ্বশুর বাড়ির কাছাকাছি একটা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, তখন ওনাকে দুএকবার দেখেছি, তখনো কেমন এক অস্বস্তি লাগতো। তারপর এই ফ্ল্যাট – এখানে এসেছি বছর তিনেক, এখানে উঠে আসার সময় বড় শালার সাথে উনিও সহযোগিতা করেছিলেন, কিন্তু তখনো ওই অস্বস্তি ভাব! এখন শুনছি মাঝেসাঝে আসেন অথচ আমি জানিনা! আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। ঘরে ঢুকে কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারলুম না। অথচ বুকের মধ্যে তোলপাড়! শেষে খেতে বসে মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম – আজ সুব্রতদা এসেছিলেন?

স্ত্রীর মুখের কিরকম একটা অবস্থা, দেখে আমার অনেক কিছু মনে হতে লাগল, সামলে নিয়ে বলল – হ্যাঁ, ওই নেমন্তন্ন করতে এসেছিল।

– কিসের?

– ওই, অনেক দিন যাইনি - তাই।

রাতে ছেলে ঘুমিয়ে পড়লে আমি মরিয়া, যদিও আমার মধ্যে কোন দৈহিক চাহিদার লেশ মাত্র নেই তবু আমি স্ত্রীকে উন্মুক্ত করতে চাইলাম, যেন খুঁজেপেতে খুঁড়েখাঁড়ে দেখে নেব ব্যাভিচারের চিহ্ন সকল! কিন্তু স্ত্রীর প্রচণ্ড অনীহা, বলল – শরীরটা ভাল নেই। একটা শীতল স্রোত আমার পা বেয়ে ক্রমশ শরীরকে গ্রাস করছিল। বড় অসহায় লাগছিল। সারারাত ঘুমাতে পারলাম না, যদিও চুপচাপ শুয়ে রইলাম। মনে হচ্ছিল স্ত্রীও ঘুমায়নি, কিন্তু পাথরের মতো অনড়, তাই সন্দেহ আরো তীব্র, তাহলে?

সকালে স্ত্রী যখন স্নান ঘরে আমি ওর মোবাইলের কল লিস্ট দেখলাম, সু দা - নামে একটি কল পরশু দুপুরে, একটি গতকাল দশটায় – অর্থাৎ আমি বেরিয়ে যাবার পর। সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল।

পরদিন সকালে আবার দেখলাম, হ্যাঁ, দুপুরে কল করা হয়েছে, অর্থাৎ সব জানিয়ে পরামর্শ হয়েছে। এ কার ঘরে আমি বাস করছি? এ কি ওদের ঘরে আমি আশ্রিত? বস্তুত এ ফ্ল্যাটও তো স্ত্রীর নামে!

আমার জীবনের সমস্ত কিছু ওলট পালট হয়ে গেছে। বাজার করছি, রান্না হচ্ছে, খাচ্ছি,

অফিস যাচ্ছি, বাড়ি ফিরে জলখাবার খাচ্ছি। ওপর ওপর সব ঠিকঠাক আছে, কিন্তু কিছুই ঠিক নেই। আমার শরীরের অর্ধেক অনুভূতি যেন পাথর হয়ে গেছে। না ঠিক তা নয়, কখনো অনুভূতি এতো তীব্র হয়ে ওঠে! যেমন ছেলেকে পড়াতে বসলে। সমস্ত শরীর আনচান করে, আমি পড়ানো ভুলে যাই, ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, মনে হয় এ ছেলে কি আমার? ওর মুখটা কার মতো দেখতে? ছেলে বলে – কি হলো, ও বাবা?

– না কিছু না – বলি আমি।

– অমার কেমন ভয় লাগছে, ও বাবা – ছেলে কেমন করে যেন তাকায়। আমি ওকে কোলের কাছে টেনে নিই।

এরকম দুতিন দিন হয়েছে, তারপর থেকে আমি সাবধান হয়ে গেছি।

রাতে ছেলে দুজনের মাঝখানে শোয়, কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই আমার ঘাড়ে পা তুলে আমাকে জড়িয়ে শোয়, আমি ছেলেকে খুব ভালবাসি, কিন্তু –

এখন আমি আর স্ত্রীকে ছুঁতে পারিনা। কত কিছুই পারিনা। কোন কোন দিন অফিস থেকে ফিরলে স্ত্রী হাসিমুখে দাঁড়ালে আলতো একটা চুমু খেতাম, এখন সেটা আর হয় না। কোন কোন ছুটির দিনে একটু বেলায় বলতাম – কি গো আর এক কাপ চা হবে? – এখন আর বলতে পারিনা। সত্যি কথা বলতে কি কথা বলাই এখন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

তিন মাস কেটে গেছে, কিন্তু এই তিনমাস সেই নিমন্ত্রণের আর কোনো উল্লেখ হলো না। নিজেকে কেমন অসহায় মনে হয়। সারাক্ষণ মনে হয় আমি এক খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি, কি একটা আতঙ্ক আমাকে সারাক্ষণ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এখন আমি বুঝতে পারি কেন এই অস্বস্তি! আসলে মন একটা কিছু জানান দেয়।

ভালবাসা কাকে বলে? আমি তো ভাবতাম এই যে অফিস থেকে ছুটি হলেই বাড়ি ফেরার জন্য মন আনচান – স্ত্রীকে দেখার জন্য – এটাই ভালবাসা। আমি ভাবতাম আমার মতো স্ত্রীরও অমন হয়। তাহলে ওই সম্পর্কটা কি? ওটাই তাহলে ভালবাসা, আমার সঙ্গে সবটাই মেকি।

এখন বেশিরভাগ রাতেই আমার ঘুম হয়না। যেদিন খুব ক্লান্ত থাকি ঘুমিয়ে পড়লেও অল্প সময় পরেই ঘুম ভেঙে যায়। মাথার মধ্যে কুরে কুরে খাওয়া যন্ত্রণাটা জেগে ওঠে। পথে যেতে যেতে, অফিসে কাজের মধ্যে, সারাক্ষণ ওই এক চিন্তার যন্ত্রণা!

বিশেষতঃ যখন মনে পড়ে প্রথম দৈহিক মিলনের কথা – যেটা আমার কাছে ছিল একটা আবিষ্কার – সেটা স্ত্রীর কাছে ছিল নেহাতই একটা ছেলেমানুষী, এবং বর্তমানেও! আসল রমণটা হয়ত জমজমাট ওখানে, আর আমি নেহাতই একটা কেন্নোর মতো – আঃ কি যন্ত্রণা!

কেন্নোরা কেমন অনায়াসে – অথবা কুকুরেরা – অনায়াসে মিলিত হয় যে কারো সাথে! কিন্তু সন্তান? এখানেই – মানুষ তো আর কুকুর নয়। আমি আমার সন্তানকে ভালবাসি। আমার সন্তান? ভাবতে কপাল ঘেমে ওঠে। ছেলে যখন ভয় পেয়ে আমাকে

আঁকড়ে ধরে পরম নির্ভরতায় আর আমি তাকে আশ্বাসে কাছে টেনে নিই, কিংবা আনন্দে গলা জড়িয়ে সুখি হয় – কিন্তু এখন এক আড়ষ্টতা আমাকে আচ্ছন্ন করে, ছেলে অবাক হয়ে যায়। ইস এ কোন কুত্তির সাথে ঘর করি আমি – চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয় আমার, কিন্তু বলতে পারিনা।

– আমি ঘেন্না করি, তোকে আমি ঘেন্না করি – এভাবে সারাক্ষণ মনে মনে গর্জন করি, কিন্তু ছেলেকে পারিনা, বরং চোখে জল এসে যায়।

আজ সাত সকালে কলিং বেলের আওয়াজে দরজা খুলে দেখি মা দাঁড়িয়ে – আজ দশহরা, ফার্স্ট ট্রেন ধরে চলে এলুম গঙ্গাস্নান করব বলে – মা বলল, ঘরে ঢুকে বিছানায় নাতির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, বিছানায় হাত পা গুটিয়ে আঘোরে ঘুমিয়ে ছেলে, এ এক অদ্ভূত শোওয়া ওর! মা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাছে গিয়ে আলতো করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল – একেবারে ছেলেবেলার তুই! এমনই ভাবে শোওয়া ছিল তোরও, আর ওর মুখটাও একেবারে তোর মুখের ছাঁচে ফেলে গড়েছে ভগবান!

মাতাল এপার্টমেন্ট ■ বিজলী শীল

''মানসী এপার্টমেন্ট'' বর্তমানে স্থানীয় লোকেরা আড়ালে বলে থাকে ''মাতাল এপার্টমেন্ট''। বাসিন্দারা বেশ ধনী ও অভিজাত দেখলে মনে হয়। মুখোমুখি ঝগড়াঝাঁটি, চুলোচুলি নেই। কিন্তু আড়ালে কুটকাচালি চলে। দল বেঁধে বেড়াতে যায়।

মোট দশটা পায়রার খোপ থুড়ি ফ্লাট আছে। জন সংখ্যা মোট পনেরো কি ষোল। বেশীর ভাগই স্বামী ও স্ত্রী। আটজন পুরুষের একটা দল আছে। তারা রোজ দলবদ্ধ হয়ে ক্লাবে যায়, সেখানে কি করে না জানলেও পাড়ার লোকেরা জানে রাত নটা সাড়ে নটার সময় আকণ্ঠ মদ্যপান করে টলতে টলতে বাড়ি ফেরে সরি কুলায় ফেরে।

''এই অসীম, বসন্ত এসে গেছে, চল একটু আউটিঙে কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসি। নদীর ধারে বসে মদ খাব, দেখি নদী আমাদের ভাসায় না আমরা নদীকে ভাসাই'' বলে একটা কুৎসিত অঙ্গ ভঙ্গি করে দেখাল ঐ ষাট বছরের বুড়ো লোকটা, নাম পরাগ।

অসীম বলল ''হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি করতে হবে, নইলে গরম পড়ে যাবে।''

''কোথায় যাওয়া হবে'' অবিনাশ জিজ্ঞেস করল।

উৎপল বলে উঠলো ''চল গাদিয়াড়া যাই''।

সৈকত মিনমিন করে বলে উঠলো ''চল শুক্রবার বিকেলে গিয়ে রবিবার রাতে ফিরে আসব।''

''এমন বলছিস যেন বাক স্বাধীনতা তোদের বিশাল, বউগুলো যখন ঝাঁটা হাতে তাড়াতাড়ি করবে তখন বুঝবি।'' নবেন্দু বলে উঠলো।

‘‘ঘর বুকিং করে ফেলি অন লাইনে’’ শ্রীজাত বলল।

‘‘না না ঘর বুকিং আমি করব।’’ জোর গলায় অরূপ বলল। সে দলপতি, পাঁড় মাতাল গোত্রের। অবসর জীবন যাপন করছে বেশ কয়েক বছর এই সুদর্শন ব্যাঙ্ক কর্মী। সুন্দরী বউ। এরা সবাই রিটায়ার্ড। ছেলেমেয়েরা হয় চাকরী সূত্রে অন্য রাজ্যে, অথবা বিদেশে কর্মরত। ‘‘তুমি আমি, আমি তুমি’’র সংসার।

দুপুর চারটে, গাড়িতে ষোল জনের দলটি গাদিয়াড়ার উদ্দেশে যাত্রা করল। মাঝরাস্তায় একবার গাড়ি থামিয়ে শেষ বিকেলে সবাই গাদিয়াড়া পৌঁছে গেল। যে যার ঘরে ঢুকলো। তারপর একটা মনোমত সুন্দর বারান্দায় বসে বেয়ারাকে চিকেন পাকৌড়া ও বরফ সাথে ঠাণ্ডা জলের বোতল দিতে বলল। পরাগের দায়িত্ব মদের বোতল সংরক্ষণ করা। সে গ্লাস, মদের বোতল টেবিলে সাজিয়ে রাখল। মেয়েদের তরফে চা আর পকৌড়া অর্ডার করে দেওয়া হল। আসর জমে উঠল।

সূর্য তখন আকাশ দামোদর নদীকে রক্তিম রঙে রাঙিয়ে ধরিত্রীকে বিদায় জানাচ্ছে। সেই লাল রঙ একমনে দেখতে দেখতে হঠাৎ কোরাস সুরে ভাঙা ও ঘড়ঘড়ে গলায় গেয়ে উঠলো ‘‘ও নদী রে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে, বল কোন ব্রান্ডের মাল তুমি খাও রে’’ তারপর তাদের হো হো হাসির শব্দে পাখীরা কিচমিচ করে ডানা ঝাপটাতে লাগল। অনেক রাতে তাদের বউরা কোনমতে তাদের ঘরে আনতে পেরেছিল। সেদিন সব ঘরেই রুম সার্ভিস দিতে হয়েছিল।

সকালে নারী বাহিনী নদীর তীরে বেড়িয়ে ঘরে ফিরে দেখল সবাই ঘুমিয়ে আছে।

ষোল জনের দলটি লম্বা একটি টেবিল নিয়ে জমিয়ে লাঞ্চে বসেছে। পুরুষের দল একদিকে মেয়েদের দল অন্যদিকে। অরূপ শুরু করল, ‘‘দশ পনের দিন আগে আমার অফিসের এক কলিগের সাথে দেখা হল। একথা সেকথার পর কী করিস সারাদিন জিজ্ঞেস করায় বলল সে এখন গান শিখছে। জোর করে কাছেই ওদের বাড়িতে চা খাওয়ালো। তারপর গান শোনাল, ও মাইরী সে কি গান, হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো, আমি উঠে পড়ে বললাম পরে আসব, জরুরি ফোন এসেছে।

অসীম বলল – কদিন আগে একজন লোককে স্টেশনে দেখে চেনা চেনা মনে হতেই সে ছুটে এসে বলল, তুই অসীম না! নিশ্চিত হয়েই সে তার ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে একটা নতুন বই বের করে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল আমার লেখা। পড়িস কিন্তু, ফোন নং আছে। চলি রে প্রকাশকের কাছে যেতে হবে। সে কী গল্প রে, একপাতা পড়তে আমায় দু পেগ মদ খেতে হয়েছিল।’’ আবার সেই ব্যঙ্গ ভরা কুৎসিত আকাশ ফাটানো হাসি।

সবার নজর পড়ল খাওয়া দাওয়া সেরে নিচে বাগানে আসার সময় একটা নোটিশ বোর্ড। ‘‘অনুরোধ করা হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করে চেঁচামেচি করে পরিবেশ দূষণ না করার জন্য।’’ সমস্বরে রব উঠলো, ‘‘যাহ্ চলে।’’

না টি কা

সাকসেশন ■ যাদব চৌধুরী

(১)

-- হ্যালো আপনি অনুজ শর্মা বলছেন?

-- হ্যাঁ বলছি।

-- আমি কানাড়া ব্যাঙ্ক থেকে বলছি।

-- বলুন।

-- আপনার বাবার নাম তনুজ শর্মা, তাই তো?

-- হ্যাঁ।

-- আপনার অ্যাকাউন্ট প্রোফাইল থেকে জেনেছি। আপনার বাবার নামে ব্যাঙ্কে দুই লক্ষ টাকার মতো ফিক্সড ডিপোজিট আছে মান্থলি ইনকাম অপশনে। অপারেট হচ্ছে না।

-- হবে কি করে? তিনি তো মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিলো না।

-- সরি, সেটা আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার, কিন্তু এখানে যে মহিলার নাম নমিনি আছে অঞ্জনা সেন, তিনি কি প্রয়াত তনুজ শর্মার স্ত্রী?

-- স্ত্রী কি না বলতে পারবো না, তবে তাঁর সঙ্গেই শেষের দিনগুলিতে বাবা থাকতেন। তিনিও মারা গেছেন।

-- জিজ্ঞেস করতেই হয়, তাই বলছি, ওনার কি কোনো সন্তান ছিলো, মানে আপনার বাবার সঙ্গে?

-- না, ওনারা একসঙ্গে থাকতেন বটে, কিন্তু সন্তানাদির কথা জানি না।

-- আচ্ছা সেটা পরে আমরা বিস্তৃত ভাবে খোঁজ নিয়ে নেবো। সরি, কিছু মনে করবেন না, জিজ্ঞেস করতেই হয়, মানে আপনার মা জীবিত তো?

-- হ্যাঁ, তিনি জীবিত আছেন।

-- আর আপনারা কয় ভাইবোন?

-- চার ভাই, বোন নেই। ভায়েরা সবাই জীবিত।

-- আচ্ছা এটা বলতে পারেন, আপনার মায়ের সঙ্গে বাবার বিয়ে রেজিস্টার্ড হয়েছিল কি না?

-- না বিয়ে রেজিস্ট্রি হয় নি।

-- ডিভোর্স হয়েছিল কি?

-- না সেটাও হয় নি।

-- তাহলে একটা কাজ করতে হবে আপনাদের, কোর্ট থেকে সাকসেসন সার্টিফিকেট বার করতে হবে। অর্থাৎ আপনারা যে বাবার আইনানুগ উত্তরাধিকারী তার প্রমাণপত্র ব্যাঙ্কে দিতে হবে।

-- আচ্ছা বাড়িতে সকলের সাথে কথা বলে আপনাকে জানাচ্ছি। ব্যাঙ্কে দেখা করবো।

-- হ্যাঁ আসুন একদিন।

(২)

-- রাজুদা, বাবার নামে ব্যাঙ্কে দুই লাখ টাকার মতো ডিপোসিট আছে। এক মহিলা নমিনি ছিলেন, মারা গেছেন। সাকেসেসন সার্টিফিকেট করলে টাকা আমরা পাবো। আপনি তো জানেন বাবার এইসব বিষয়।

-- জানবো না আবার? কবে থেকে তোদের চিনি। হয়ে যাবে সার্টিফিকেট, চিন্তা করিস না।

-- আমাদের ঠিক কি করতে হবে? খরচাপাতি কেমন লাগবে?

-- খরচাপাতি মানে? আমার যদিও এ বিষয়ে বদনাম আছে, আমি নাকি বেশি টাকা নেই। টাকার জন্য ধানাই-পানাই করি। কথাটা যদিও মিথ্যা নয়। কিন্তু তোদের সঙ্গে সেটা হবে কেন? তোর বাবাকে মামা বলতাম জানিস? আমার মায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই চিনি। ভালো লোক। কিন্তু চরিত্রদোষ, মানে মেয়েমানুষের প্রতি আকর্ষণ, বুঝলি, সেটাই তোর বাবার কাল হলো।

-- থাক, আপনাকে আর বাবার চরিত্র ব্যাখ্যা করতে হবে না। সার্টিফিকেটটা করে দিবেন, তাহলেই হবে। আমাদের কি করতে হবে বলেন?

-- সব হয়ে যাবে। কিছু কাগজে মায়ের, সব ভাইয়ের সই করে নিয়ে আসবি। কিছুদিন পর একটা ফিস জমা দিতে হবে। ঐ দুলাখ টাকার উপর হিসাব করে, ওটা সরকার নিবে।

-- ঠিক আছে, আপনি কাগজগুলো দেন।

(৩)

-- আপনাকে ধন্যবাদ, খুব অল্প সময়ের মধ্যে সাকসেসন সার্টিফিকেট করে দিয়েছেন। এখন বলুন কিছু দিতে হবে কি?

-- কি দিবি? তোদের কাছ থেকে কি নিবো? কাছের মানুষ তোরা। কিন্তু জানিস, ওকালতির একটা ধর্ম আছে। সেটা তো মানতে হবে। এমনিতেই মনে কর তোদের কাছ থেকে কোনো অগ্রিম নেই নি। এমনটা করি আমরা, সেক্ষেত্রে যে টাকাটা পাওয়া গেলো তার ওপর একটা পার্সেন্টেজ নেই। অনেকটাই, মনে কর পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ। তোদের দুলাখ টাকা সুদ সমেত এখন দু লাখ কুড়ি হয়েছে, প্রায় এক লাখ টাকার মতো প্রাপ্য হয়। তোদের কাছ থেকে সেটা নিতে পারবো না। আচ্ছা যেটা খরচা হয়েছে, মানে অনেককেই তো দিতে হয়, বুঝতেই পারছিস, আচ্ছা দে, কুড়ি হাজার টাকা দে।

-- কুড়ি হাজার? আপনি বলেছিলেন কিছুই নিবেন না, ফিসের দশ হাজার টাকা আমি দিয়েছি, এখন আবার কুড়ি হাজার?

-- দিবি না বলছিস, আচ্ছা দিস না। দিতে হবে না। আমি তো বলেছি তোদের কাছ থেকে টাকা নিবো না।

-- দিবো না কখন বললাম? বললাম যে কুড়ি হাজার টাকাটা খুব বেশি। এতটা দিবো না।

-- বেশি হয়ে যাচ্ছে তাই তো? তাহলে তোর যা ইচ্ছে হয় তাই দে। না দিলে দিস না। সব মেনে নিলাম যা। সবার সঙ্গে তো ব্যবসা করি না।

-- দশ হাজার দিবো। হাজার হোক আপনি তো কাজটা করে দিয়েছেন এতো অল্প সময়ে, টাকার চাপ দেন নি, কাজ আটকে রাখেন নি। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই নিন দশ হাজার।

-- টাকা দিবি তাহলে দশ হাজার? আমি তো ভাবছিলাম কিছুই দিবি না। না দিলেও কিছু বলতাম না। তোর বাবা কিছু ক্ষেত্রে আমার ভীষণ উপকার করেছিল, জানিস? চরিত্রে একটু দোষ ছিলো, কিন্তু ভীষণ ভালো মনের মানুষ ছিলেন।

-- তাহলে কি বলছেন, টাকা নিবেন না?

-- পাগল হয়েছিস? উকিলমানুষ হাতে টাকা পেলে ছাড়ে?

রাজনন্দিনী ■ পৃথা মণ্ডল

চরিত্রলিপি -

১) কনস্টেবল রামরিখ

২) পুলিশ সুপার - বিজয় নস্কর

৩) রাজনন্দিনী

কনস্টেবল রামরিখ ঃ রেইড করে বাড়িতে কাউকেও পাওয়া গেল না স্যার। অনিল ঝা, সুনীল মাঝি, আসফাক মিঞা সকলেই ভাগলবা। শুধু বছর ২৫-২৬ এর একটা মেয়েকে পাওয়া গেছে স্যার - ওদের রক্ষিতা। খুব ভয় পেয়ে আছে।

পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ঃ কোথায় সে? দেখি কথা বলে কিছু জানতে পারি কিনা। (মেয়েটিকে সামনে নিয়ে আসা হয়) কি নাম তোমার?

মেয়েটি (কাঁদতে কাঁদতে) ঃ রাজনন্দিনী, স্যার।

সুপারিনটেনডেন্ট ঃ বয়স কত?

রাজনন্দিনী ঃ ২৮ স্যার।

সুপারিনটেনডেন্ট ঃ বাড়ি কোথায়? কে কে আছে বাড়িতে?

রাজনন্দিনী ঃ কুচবিহার স্যার। (ফুঁপিয়ে) মা মরে যাওয়ার পর বাপটা আবার বে করল। আমায় কলকাতায় কাজে লাগিয়ে দিল। কাজ করছিলাম স্যার, মন দিয়ে। চার বছর আগে আসফাক মিঞা আমাকে তুলে আনল রাস্তা থেকে। তারপর দিনে রাতে সবাই মিলে অকথ্য অত্যাচার স্যার (মেয়েটি কাঁদতে থাকে)।

সুপারিনটেনডেন্ট ঃ আহা হা! কেঁদো না... দেখো তো এই ছবিগুলো... তুমি এদের কাউকে চেনো কিনা (ছবি দেখান)

রাজনন্দিনী ঃ এ হল বদরুদ্দিন... আর এ হল নিমাই গায়েন। বাড়িতে দুটো বৌ আছে তাও... আর এ, নাম জানি না তবে আপনাদের কমিশনার সাহেবের সঙ্গে খুব দোস্তি। একসাথে মদ খায়।

সুপারিনটেনডেন্ট ঃ কমিশনার? রাহুল পাণ্ডের সঙ্গে? ঠিক বলছো তো?

রাজনন্দিনী ঃ কতদিন দেখেছি। এসেই খাসির মাংস আনতে বলতো।

সুপারিনটেনডেন্ট ঃ তাই বলি আমাদের সব মুভমেন্টের খবর ওদের কাছে যায় কেমন করে। ওরা কি করতো জানো?

রাজনন্দিনী ঃ আমাকে কে বলবে, স্যার? তবে বন্দুক ছিল ওদের সবার। টাকাও আনত ব্যাগে করে। যেদিন টাকা পেত অনেক লোক আসতো স্যার। আর আমার সব্বোনাশ হতো... (রাজনন্দিনী আবার কাঁদতে থাকে)

সুপারিনটেনডেন্ট ঃ এত ধৃষ্টতা ওদের যে চিঠি লিখে বলে অমুককে মারব, বাঁচাতে পারলে বাঁচাও। অহংকারই একদিন ওদের পতনের কারণ হবে। রামরিখ...রামরিখ... (রামরিখের আগমন) ম্যাডামকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বসাও। মহিলাকমিশনের লোকজন এসে পড়ল বলে।

রাজনন্দিনী ঃ আপনি দেবতুল্য মানুষ নস্কর স্যার। ভালো থাকবেন। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। (বেরিয়ে যায়)

রামরিখ ঃ (হাঁফাতে হাঁফাতে) স্যার, স্যার, ওই ম্যাডামরে রেখে গেছিলাম বড় ঘরে। এসে দেখি কোত্থাও নেই। শুধু এই চিঠিটা আছে। (একটা চিঠি সুপারিনটেনডেন্টকে দেয়)

সুপারিনটেনডেন্ট (চিঠি পড়েন), ''নমস্কার নস্করবাবু। বহুদিনের ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গে আলাপ করবার। আসফাক আর অনিল আপনার কথা খুব বলে। সৎ, নিষ্ঠাবান পুলিশ তো দেখা যায় না। আপনাদের পাণ্ডেও আমাকে চেনেন না। কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করার লোভ সামলাতে পারলাম না। পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের রক্ষিতা হওয়া অনেক স্বাভাবিক। দলনেত্রী হওয়া বোধকরি ততটা নয়। তাই অনিল, সুনীল, বদরু, আসফাক, চ্যাচনকে নিয়েই আপনারা বেশি ব্যস্ত। আমি রাজনন্দিনী, ওরা আমার জন্য কাজ করে। আবার মোলাকাৎ হবে আশা রইল। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।''

সুপারিনটেনডেন্ট বিজয় নস্কর ধপ করে চেয়ারে বসে পড়েন।

ব্রিলিয়ান্ট ■ আশীষ ঘোষ

[*অন্ধকার মঞ্চ। ক্রমে আলো জ্বলে উঠলো। পার্কের দৃশ্য, সামনে রাস্তা। এক বৃদ্ধ বেঞ্চে বসে মাথা গুঁজে খবরের কাগজ পড়ছে। এক যুবক বাজারের ব্যাগ হাতে মঞ্চে প্রবেশ করলো।*]

যুবক ঃ প্রণাম স্যার।

বৃদ্ধ ঃ (পুরু লেন্সের চশমা পরা কোটরাগত চোখ তুলে বললেন) কে? প্রণাম কেন?

যুবক ঃ স্যার আমি অতনু, অতনু সেন; আপনার ছাত্র।

বৃদ্ধ ঃ অ-ত-নু-সে-ন, তুমি তো কখনো কোন ক্লাসে স্ট্যান্ড করো নি?

যুবক ঃ না স্যার, কোনমতে পাশ করে যেতাম।

বৃদ্ধ ঃ ঠিক, তাই হয়তো মনে পড়ছে না। ...তবে আমার ছেলে জয়, হি ওয়াজ আ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। সব পরীক্ষায় প্রথম স্থানে।

যুবক ঃ হ্যাঁ স্যার ঠিক ... জয় এখন কোথায়?

বৃদ্ধ ঃ বর্তমানে জার্মানিতে। আগে ইউএসএ তে ছিলো।

যুবক ঃ জয় কি এসেছিলো?

বৃদ্ধ ঃ ওর মত ব্রিলিয়ান্টরা কি ইচ্ছে করলেই আসতে পারে? কত দায়িত্ব মাথায়। তবে আসবে লিখেছে, এই চিঠিটা পড়লেই বুঝতে পারবে। (বলে ছেড়া তেলচিটে পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে দিলেন।)

যুবক ঃ (ভাঁজে ভাঁজে ছিঁড়ে যাওয়া বিবর্ণ কাগজটা খুলে দেখলো আড়াই বছর আগে লেখা দশ লাইনের একটা চিঠি - মায়ের বাৎসরিকে আসতে পারছে না, পরে আসার চেষ্টা করবে এবং দুচারটে ফর্মালিটি শব্দ ব্যাস...)
হ্যাঁ, লিখেছে তো আসবে।

বৃদ্ধ ঃ কিন্তু কবে আসবে? ... (কথার মধ্যে গভীর হতাশা ফুটে উঠলো)

যুবক ঃ আপনি কিছু খাবেন স্যার?

বৃদ্ধ ঃ কিছু দেবে বলছো, তা দাও...।

যুবক ঃ আপনার তো বিরাট বাড়ি আছে, আপনি তো পেনশনও পান স্যার।

বৃদ্ধ ঃ বাড়িটা নিয়ে শরিকদের মধ্যে কেস চলছে, প্রোমোটাররা টাকা ঢালছে। পেনশনের সামান্য টাকা ওষুধ , লাইটের বিল দিয়ে দিন কয়েক চলে ... তারপর হোমের ছেলেরা দুপুরের খাবারটা দেয়। চলে যাচ্ছে...

যুবক ঃ এই নিন স্যার, এতে কচুরি-জিলিপি আছে, খান...

বৃদ্ধ ঃ বলতে পারো অতনু ... যে লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট হয় সে কি ব্রিলিয়ান্ট মানুষ হতে পারে না? (অসহায় বৃদ্ধ রাশভারী মাস্টারমশাই এর কণ্ঠ কান্নায় বুজে আসে)

[*একে একে মঞ্চের সব আলো নিভে গেল*]

জাগরণ ■ চিরঞ্জিত ভাণ্ডারী

চরিত্রলিপি *ঃ মহাদেব, নন্দী, ভিড়িঙ্গী, বুড়িমা, শুভ, বিবেক, সত্য, মনু, স্বার্থ, মুনাফা, শিল্প, উন্নয়ন, কয়েকজন কাঠুরে, নৃত্য প্রদর্শনীর কয়েকটি ছেলেমেয়ে, দেবী দুর্গা।*

বুড়িমা ঃ ছিল, আরও অনেক অরণ্য ছিল।

ভিড়িঙ্গী ঃ সব গুলি কি প্রকৃতির নিয়মে সৃষ্টি হয়েছিল?

বুড়িমা ঃ না না সব আপনা আপনি হয়নি।

নন্দী ঃ বুড়িমা, তবে কিভাবে হয়েছিল?

বুড়িমা ঃ মনে পড়লে আজও বুকের মধ্যে আনন্দের ঢেউ উঠে। একদিন শুভ-বিবেক-মনু আর সত্য, একটি কাঁচাবেল নিয়ে ছোঁড়াছোঁড়ি খেলছিল।

(বেল ছোঁড়াছোঁড়ি অবস্থায় শুভ-বিবেক-মনু আর সত্যের প্রবেশ।)

শুভ ঃ আর আমি খেলতে পারব না।

বিবেক ঃ যাই বলিস এবার খুব খিদে পেয়েছে।

মনু ঃ সত্য বলেছিস। এবার কিছু না খেলে নয়।

সত্য ঃ ঐ দেখ, ঐ দেখ। কত পাকা পাকা আম যেন ডাল ভেঙ্গে পড়ছে।

শুভ ঃ তবে দেরি কেন? চল পাড়ি।

সবাই ঃ কি মজা কি মজা আজ পেট ভরে আম খাব।

মনু ঃ (আম খেতে খেতে) তোরা দেখতে পাচ্ছিস।

বিবেক ঃ কি?

মনু ঃ দেখ ঐ যে কত সুন্দর চারাগাছগুলি যেন মলয় বাতাসে নেচে উঠছে।

সত্য ঃ তাই তো। খুব সুন্দর।

শুভ ঃ চল, একটি করে উপড়ে ঘরে নিয়ে যাই।

বিবেক ঃ উপড়ে ফেললে মারা যাবে।

শুভ ঃ তবে উপায়?

মনু ঃ চারাগুলি যত্ন সহকারে তুলতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন শেকড় না ছেঁড়ে।

বিবেক ঃ আমি একটা ভাবনা ভাবলাম।

শুভ ঃ কি ভাবলি?

বিবেক ঃ চল আমরা সকলে ঐ ধূ ধূ মাঠে, মাটি খুঁড়ে চারাগুলি লাগিয়ে দি।

সত্য ঃ ঠিক বলেছিস।

মনু ঃ গাছ বড় হবে, ফুল ফুটবে, পাখি গান গাইবে, ছায়া পাব, পাব প্রচুর বাতাস।

শুভ ঃ তবে তাই চল। একটা বন সৃষ্টি করি।

মনু ঃ তবে সবাইকে ডাকি।

বিবেক ঃ তোমরা কোথায়? সকলে এসো। হাতে হাত রেখে করব বন সৃষ্টি। সকলে এসো সকলে এসো ......

(কয়েকটি ছেলেমেয়ে বৃক্ষরোপণ নাচে তালে প্রবেশ)

গান -

চল কোদাল হাতে সবাই মিলে কাটি সোনার মাটি
দেখ দেখ ভরে উঠবে সবুজ বনে পাব বাতাস খাঁটি।
হাতে হাতটি রাখি কোমরে গামছা আঁটি (২)
সবুজ হয়ে উঠবে আমার দেশের মাটি
চল কোদাল .... সোনার মাটি।
পাহাড় নদী জঙ্গল এই দেশেরই সম্পদ (২)
তা বেশি করে গাছ লাগাব বনসৃজনে মাতি
চল কোদাল .... সোনার মাটি।
একটি গাছ হাজার প্রাণ এই কথাটি ধ্যান জ্ঞান (২)
তাই গাছের প্রাণ দাও ফিরিয়ে ছুঁইয়ে জীয়ন কাঠি
সবুজে সবুজ হয়ে উঠবে আমার দেশের মাটি।
ও হো হো হো .... লালা লা লা......
চল কোদাল .... সোনার মাটি।

(গানের শেষে ক্রন্দনরত বুড়িমা)

বুড়িমা ঃ কাঁদতে কাঁদতে চোখের সামনে সব শেষ হয়ে গেল। সব শেষ হয়ে গেল।

নন্দী ঃ (কান্না মুছিয়ে দিয়ে) বুড়িমা, বুড়িমা কি ভাবে শেষ হয়ে গেল?

বুড়িমা ঃ দলে দলে শিক্ষিত বাবুরা এলো এই সমস্ত অরণ্য ভূমিতে।

(স্বার্থ-শিল্প-মুনাফা আর উন্নয়ণের প্রবেশ)

স্বার্থ ঃ আমরা শ্যামলা গাঁয়ের সবুজ অরণ্যে এসে গেছি। ঐ দেখুন মিঃ শিল্প, মাইলের পর মাইল জুড়ে সবুজ বন, সামনে নদী আমাদের সৌভাগ্য নির্ধারক।

শিল্প ঃ যা বলেছেন। বেশ জায়গাটি। এককথায় শিল্প স্থাপনের উপযুক্ত।

মুনাফা ঃ ঠিক বলেছেন মিঃ শিল্প। শিল্প স্থাপনের পাশাপাশি গাছ আর বনের পশুপাখি বিক্রি করে রাতারাতি পকেট গরম করা যাবে।

উন্নয়ণ ঃ (হাসতে হাসতে) পকেট তো গরম হবেই। তাছাড়া সামনে নদী, খুব সহজেই উৎপাদন দ্রব্য সহ সব বিদেশে পাচার করা যাবে আর বর্জ্যপদার্থ জলে ফেলে দিলেই হবে।

স্বার্থ ঃ তাহলে তাই হোক।

মুনাফা ঃ মিঃ শিল্প আপনি শহর থেকে দক্ষ কয়েক শত কাঠুরে আর করাত আনার ব্যবস্থা করুন, যত তাড়াতাড়ি পারেন।

উন্নয়ণ ঃ মনে রাখবেন, খুব তাড়াতাড়ি।

মুনাফা ঃ (একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) কিন্তু ....

স্বার্থ ঃ ও মিঃ মুনাফা, এত বড় অরণ্যের কাণ্ডটি কেউ টের পাবে না। হো হো.... (হাসতে থাকে)।

কুঠারের দল ঃ আমরা এসে গেছি স্যার। এসে গেছি। বলুন কোথা থেকে শুরু করব।

শিল্প ঃ দাঁড়াও দাঁড়াও। ভাবছিলাম বনের আশেপাশের গ্রামের মানুষ যদি বাধা দেয়।

স্বার্থ ঃ টাকা, টাকার বান্ডিল গুঁজে দেব। তাতেও যদি না হয়, মাদক নেশায় রেখে দেব ঘুম পাড়িয়ে।

(সবাই হা হা করে হাসতে থাকে)

(একটা চাপা গুঞ্জন) আমরা কিছুতেই বন কাটতে দেব না। প্রয়োজনে লড়াই করব। প্রাণ দেব। তবু বন দেব না।

(শুভ-বিবেক-মনু আর সত্যের প্রবেশ)

শুভ ঃ আপনারা ভালোয় ভালোয় কুঠারের দল নিয়ে ফিরে যান। তা না হলে ভালো হবে না, এই বলে দিলাম।

স্বার্থ ঃ তোমরা ভুল বুঝো। আমরা তোমাদের উন্নতি করতে এসেছি। দিতে এসেছি আলো।

বিবেক ঃ তা কি? বনের উপর বন উধাও করে।

মুনাফা ঃ তা নয়। গাছ কেটে বসবে কারখানা। তোমরা কাজ পাবে।

মনু ঃ আমাদের সুখ দরকার নেই।

শিল্প ঃ তোমাদের কি মানুষের মত মাথা উঁচু করে বাঁচতে ইচ্ছে করে না?

সত্য ঃ আমরা মানুষ। মানুষ হয়ে থাকতেই ভালোবাসি।

উন্নয়ণ ঃ তোমরা বাধা দিও না। সুখ, বিলাসিতায় ভরে দেব।

সকলে ঃ চাই না চাই না। আপনারা এখান থেকে চলে যান। মাতৃস্বরূপ গাছকে আমরা কাটতে দেব না। কাটতে দেব না।

মুনাফা ঃ তবে রে, আমি মুনাফা। আমি আমার দুর্গন্ধের কালো কাপড়ে এই ঢেকে দিলাম শুভকে।

শুভ ঃ না না না...

সত্য ঃ আমি আমার আলো শক্তি দিয়ে শুভর গা থেকে সরিয়ে দেব কালো কাপড়।

শিল্প ঃ তুই পারবি না। আমি আমার বিষাক্ত ধোঁয়া আর বিকট শব্দে রূদ্ধ করে দেব তোর কণ্ঠস্বর। এই দিলাম তোর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে।

সত্য ঃ না না না...

বিবেক ঃ আমি আমার অমৃত আলোতে স্নান করিয়ে, সত্যকে করে তুলব সজীব।

স্বার্থ ঃ সে সুযোগ পাবি না রে বিবেক। সে সুযোগ পাবি না। আমি সত্যের গলায় এই ঢেলে দিলাম স্বার্থের আফিম।

বিবেক ঃ না না না...

মনু ঃ আমি একে একে সত্য বিবেক শুভকে ফিরিয়ে আনব তাদের অবস্থায়। আর রুখে দাঁড়াব তোদের বিরুদ্ধে।

উন্নয়ণ ঃ সে সুযোগ তোকে দেব না রে। সে সুযোগ তোকে দেব না। যে বাধা দেবে এই লাঠির আঘাতে তাকে পঙ্গু করে দেব। এই নে লাঠিতে তোকে করে দিলাম পঙ্গু। হা হা হা ...

মনু ঃ না না না...

স্বার্থ ঃ আমরা একে একে সবাইকে চুপ করিয়ে দিলাম। চুপ ! হাঃ হাঃ হাঃ ...

শিল্প ঃ হাঃ হাঃ হাঃ। কই হে কুঠারের দল, এবার চালাও কুঠার। শেষ করে দাও অরণ্য।

কুঠারের দল ঃ হ্যাঁ স্যার।

(একদিকে গাছ কাটার দৃশ্য, অপর দিকে হরিণাদি বেঁধে নিয়ে যাবার দৃশ্য)

বুড়িমা ঃ এই ভাবে স্বার্থরা বনের পর বন ধ্বংস করতে থাকে। আমরা কিছু করতে পারলাম না। (কান্নায় ভেঙে পড়ে।)

ভিড়িঙ্গী ঃ এসো বুড়িমা। আয়রে নন্দী। এসো এসো শুভ-বিবেক-সত্য মনু। আমরা পরমেশ্বরকে ডাকি।

বুড়িমা ঃ তাই ডাকি, তাই ডাকি। সৃষ্টির প্রার্থনা ও বিশ্বকে রক্ষার ব্রত নিয়ে।

সবাই ঃ ওঁ নমঃ ধায়োন্নিতাং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রা বত-স
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু মৃগ-বরাভীতি হস্তাং প্রসন্নং। পদ্মাসীনং সমন্তাং গনিব্যাঘ্রকৃতিং বসানং, বিশ্বাদং বিশ্ববীজং নিখিল ভয় হরং পঞ্চবক্রং ত্রিনেত্রং। ওঁ নম শিবায় ওঁ নম শিবায় ওঁ নম শিবায়।

(শুভ-বিবেক-সত্য মনুর চোখ থেকে পড়া জল থেকে বীজ অঙ্কুর হতে থাকে)

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব ঃ আমি এসেছি। তোদের কাতর ডাকে আর থাকতে পারলাম না।

বুড়িমা ঃ এসেছেন যখন। কৃপা করুন।

মহাদেব ঃ মানুষ হারিয়েছে শ্রেষ্ঠ জীব হবার অধিকার। ভুলে গেছে প্রকৃতিতেই ঈশ্বর। কতবার বুঝিয়েছি। গাছ কেটে ডেকে এনোনা সর্বনাশ। কিন্তু মানুষ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির লোভে নিজের পায়েই মারে কুঠার। পশু বোঝে, হায় মানুষ বোঝে না।

বুড়িমা ঃ প্রভু রক্ষা করুন। রক্ষা করুন। মনু সত্য শুভ বিবেক যে বড়ই অসহায়।

(মহাদেব দৃষ্টি দিতেই মনু সত্য শুভ বিবেক ভালো হয়ে যায়।)

মহাদেব ঃ যতবার রচিব বিশ্ব কল্যাণের তরে
মানুষ করিবে নাশ প্রলোভন ভারে।
স্বার্থ যেদিন যাবে ছেড়ে মানব মন থেকে
সত্যম শিবম নাচবে প্রতি ঘরে ঘরে।

সত্য ঃ দাও না প্রভু সেই আগের মত সবুজে ভরিয়ে দাও না প্রভু।

মহাদেব ঃ সে শক্তি আমার নেই। আমি পালন করতে পারি। পারি না সৃষ্টি করতে। সেই শক্তি আছে শুধু নারীর মধ্যে।

নন্দী ঃ এসো আমরা নারী শক্তির মূল আধার মা দুর্গাকে ডাকি।

বিবেক ঃ এসো সবাই। কাতর কণ্ঠে ডাকি মাকে।

শুভ ঃ ওঁ কালাভ্রাভাং কটাটক্ষ বারিকূল ভয়দাং
মৌলি বর্দ্ধেন্দু রেখাং শঙ্খং চক্রং
কৃপাণাং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম।
সিংহস্কন্ধাধি রূঢ়াং ত্রিভূবন মখিলং তেজসা পুরুষন্তীং
ধ্যায়ে দুর্গাং জয়া খ্যাং ত্রিদশ
পরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধি কায়ৈঃ।
জয় মা জয় মা।

(দেবী দুর্গার প্রবেশ। আট হাতে চারাগাছ। একহাতে জলের পাত্র, উর্ধ্বহাতে অভয় দান।)

দুর্গা ঃ আমি সৃষ্টি। আমি ওঁ। আমি নারী জাতির প্রতিভূস্বরূপ। নারী ও অরণ্য একে অপরের দোসর। নারীর মধ্যে যে গুণ অরণ্যের মধ্যে সেই গুণ বর্তমান। বনসৃজন, রক্ষণ, পালন ও নারীকে তার যোগ্য সম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে সমাজ সুস্থ হয়ে উঠে। রচনা হয় স্বর্গ।

সবাই ঃ জয় মা দুর্গার জয়। জয় মা দুর্গার জয়।

দুর্গা ঃ আয়, আমার স্নেহের সন্তান মনু সত্য বিবেক শুভ কাছে আয়। এই নে চারা গাছ। সৃষ্টি হোক বন।

(দুর্গা-শিব-নন্দী-ভিড়িঙ্গীর প্রস্থান)

শুভ বিবেক মনু সত্যের কণ্ঠে গান
চল কোদাল চালাই এই গানটি।
গান চলা অবস্থায় গাছ লাগানোর দৃশ্য।

একাঙ্ক নাটিকা

পবিত্র যত্ন ■ পার্থ প্রতিম সামন্ত

[*স্থান ঃ ফল ও সব্জি বাজার। অমলবাবু এবং তাঁর স্ত্রী বিমলা প্রতিদিনের মত মর্নিংওয়াক সেরে বাড়ি ফেরার পথে, ফল-ব্যবসায়ী করিম চাচার দোকান থেকে আপেল কেনে। তাদের কথপোকথন...*]

অমল ঃ ও করিম চাচা, আপেল মিষ্টি সুস্বাদু হবে? কত করে গো?

করিম চাচা ঃ একশো টাকা কিলো। দাদাবাবু তোমারে কি আমি কোনোদিন খারাপ দিই?

অমল ঃ না, তা নয়। আচ্ছা আচ্ছা, দু'কিলো আপেল দাও তো।

করিম চাচা ঃ (আপেল ওজন করে) এই নাও দাদাবাবু।

অমল ঃ (ব্যাগের মধ্যে প্যাকেট রাখতে রাখতে বলল) তোমার ফলকাটা ছুরিটা একটু দাও না। (এক-টুকরো আপেল মুখে দিয়ে) এ হে, পানসে। একদম মিষ্টি নয়। এই নাও তুমি একটা খেয়ে দেখো (বলে একটা আপেল বাড়িয়ে দিল)।

করিম চাচা ঃ (আপেলে কামড় দিয়ে) কোথায়, এ তো খুব মিষ্টি। আর ভারি চমৎকার স্বাদ।

অমল ঃ তাই - না (বলে মুচকি হেসে বাড়ি চলে গেল)।

[*মঞ্চের আলো নিভে গেল*]

II

[*বাড়ি ফেরার পথে অমল ও তার স্ত্রীর কথপোকথন*] [*মঞ্চের আলো জ্বলে উঠল*]

বিমলা ঃ (হাঁটতে হাঁটতে) হ্যাঁ গো, প্রতিদিন তুমি করিম চাচাকে মিথ্যে কথা বল কেন? এটা আমার একদম ভালোলাগে না। আমি তো আপেলগুলো খেয়ে দেখেছি, খুব মিষ্টি আর বেশ ভালো খেতে। তাও...

অমল ঃ (মুচকি হেসে) আপেলগুলো যে মিষ্টি আর ভালো, তা আমি জানি। কিন্তু তুমি বুড়োর চেহারা দেখেছো? অনেক কষ্টে তার খাওয়া জোটে। ফল তো দূর অস্ত। ছুঁয়েও দেখে না। আমি না হয় মিথ্যে বলেই আমাদের কেনা আপেল তাকে দিয়ে দিই। সেটা কি দোষের? সেটা তো ওর শরীরে কাজে লাগে।

বিমলা ঃ (বিহ্বল চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল - গর্বে বুক ভরে গেল) ও - সেই জন্যেই ...।

[*মঞ্চের আলো নিভে গেল*]

II

[*স্থানঃ ফল ও সব্জি বাজার। করিম চাচা ও সব্জি বিক্রেতার কথোপকথন*] [*মঞ্চের আলো জ্বলে উঠল*]

রাজু ঃ আচ্ছা চাচা, তোমাকে একটা কথা বলব?

করিম চাচা ঃ হ্যাঁ, বল ভাই।

রাজু ঃ আমি প্রতিদিন লক্ষ্য করেছি, তুমি অমলবাবুকে আপেল ওজন করে দেওয়ার সময়, সবসময় ওজনের থেকে বেশী দাও কেন গো চাচা?

করিম চাচা ঃ (মুচকি হেসে) জানিস, আমি জানি, অমলবাবু আমাকে প্রতিদিন মিথ্যা বলে একটা করে আপেল খাইয়ে দিয়ে যায়। সে মনে করে যে, আমি হয়তো ওসব বুঝি না।

রাজু ঃ হ্যাঁ, তাই তো, তুমি ঠিক বলেছো। তুমি যেই ওনার দেওয়া আপেল খেয়ে বল, এই তো বেশ মিষ্টি খেতে। তখনই তিনি হেসে বাড়ি চলে যান।

করিম চাচা ঃ ঠিক ধরেছিস। তাই তো তাঁর ভালোবাসার কথা ভেবে, আমার ওজনের পাল্লাটা নিজে নিজেই ঢলে পড়ে।

রাজু ঃ ঠিক বলেছো চাচা, বড়ো ভালোমানুষ উনি।

করিম চাচা ঃ জানিস, এ-পৃথিবীতে কিছু কিছু মায়া, মমতা, ভালোবাসার বর্ণনা করা যায় না। টাকা-পয়সা দিয়েও মাপা যায় না। শুধু মনে মনে অনুভব করতে হয়। মান্যি করতে হয়।

রাজু ঃ (স্বগতোক্তি) এরকম অলক্ষ্যে অনেকে আমরা অনেকের যত্ন করি। কিন্তু কেউ কাউকে বুঝতে দিতে চাই না। পাছে ভালো কাজকে কেউ দয়া ভাবে। ভগবান, এইভাবেই মানবতা বেঁচে থাকুক আড়ালে-আবডালে ভালোবাসার মাধ্যমে সবার বুকে।

শিরোনাম - করোনা ■ সুজয় মজুমদার

স্থান - মফস্বল এলাকার একটি বাজার

চিকেনের দোকান থেকে ভেসে আসছে দোকানদারের আওয়াজ –

গোটা পঞ্চাশ, কাটা আশি, গোটা পঞ্চাশ, কাটা আশি। নিয়ে যান। এত কমে আর পাবেন না, নিয়ে যান।

প্রথম ক্রেতা - দাম কম আছে যখন ভালো পিস দেখে এক কেজি দিয়েই দেন।

দ্বিতীয় ক্রেতা - আরও দাম কমবে, বলছি বাইরের খবর কিছু রাখেন?

১ম ক্রেতা - কেন, কি হয়েছে?

২য় ক্রেতা - চায়নাতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কত জন যে মারা গেছে, সেই খবর কি কিছু রাখেন? এখন সেই ভাইরাস আমাদের দেশেও এসে গেছে।

১ম ক্রেতা - তাতে চিকেনের কি হয়েছে?

২য় ক্রেতা - কারোনা ভাইরাস চিকেনের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে।

১ম ক্রেতা - এই সব গুজবে আপনিও মেতে আছেন?

২য় ক্রেতা - মানে?

১ম ক্রেতা - মানে হল গিয়ে করোনা নিয়ে যে হারে গুজব ছড়াচ্ছে, তাতে মানুষের আতঙ্ক বাড়ছে। করোনার ঔষধ আবিষ্কার না হলেও কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে এর থেকে দূরে থাকা যায়।

২য় ক্রেতা - কিভাবে?

১ম ক্রেতা - প্রথমে গুজবে কান না দিয়ে এই ভাইরাস সম্পর্কে জানুন। এই ভাইরাস বায়ু বাহিত, তাই জনবহুল স্থানে থাকাকালীন মাস্ক ব্যবহার করুন। চোখ, মুখ ও নাক হাত দিয়ে স্পর্শ না করে টিস্যু বা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করুন। কোনও কিছু স্পর্শ করলে, খাবার আগে ও শৌচ করার পর ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন। আর প্রচুর পরিমানে জল খান ও শরীর অসুস্থ লাগলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

২য় ক্রেতা - ব্যাস, আর খাবার?

১ম ক্রেতা - মাছ, মাংস ও ডিম ভালোভাবে সেদ্ধ করে খেতে হবে। আর কাঁচা খাবার এখন না খাওয়াই ভালো।

২য় ক্রেতা - তা হলেই এর থেকে মুক্তি?

১ম ক্রেতা - মুক্তি ঠিক নয়, এর বিস্তার আটকানো সম্ভব।

২য় ক্রেতা - গুজবের ফলে বাজারের হাল কি হয়েছে দেখুন?

১ম ক্রেতা - ভাগাড়ের পচা মাংস যে বাঙালির কিছু করতে পারল না, তার আর চিকেনের ভয় কিসে?

২য় ক্রেতা - হা হা হা। (হাসি)

পেন্ডুলাম ■ তপনকান্তি মুখার্জি

অভীক ঃ (বাইরে থেকে ডাকতে ডাকতে আসে) শ্যামল, শ্যামল। যা বাবা, গেল কোথায়? দরজা খোলা। শ্যামল।

শ্যামল ঃ (তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে ঢোকে) কীরে, অমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছিস কেন?

অভীক ঃ কোথায় ছিলিস?

শ্যামল ঃ বাথরুমে। তা বল, কী খবর?

অভীক ঃ আগামী রবিবার আমার ফ্ল্যাটপ্রবেশ। তোকে কিন্তু যেতেই হবে।

শ্যামল ঃ যাবো তো বটেই। তা এতোদিন ভাড়াবাড়িতে থেকে এবার নিজের বাড়ি কেমন লাগছে?

অভীক ঃ বিরাট মূল্য চোকাতে হলো রে ফ্ল্যাটটার জন্য।

শ্যামল ঃ সে তো হবেই। পস এরিয়া, ভালো পজিশন -।

অভীক ঃ নারে তা নয়। আসলে ফ্ল্যাটটার জন্য সবাই পর হয়ে গেল - বাবা-মা পর্যন্ত।

শ্যামল ঃ মানে?

অভীক ঃ গাঁয়ের বাড়ি, জমিজমা সব বিক্রি করে দিয়ে বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখেছি।

শ্যামল ঃ কেন, এই ফ্ল্যাটে এনে রাখতে পারলি না?

অভীক ঃ লীনার মত নেই।

শ্যামল ঃ তাহলে আর কী করবি? গৃহশান্তি তো বজায় রাখতেই হবে।

অভীক ঃ তাছাড়া -

শ্যামল ঃ তাছাড়া?

অভীক ঃ কাজের জায়গায় আরও উঁচুতে ওঠার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করেছি সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে। অনুতাপে বিদ্ধ হচ্ছি খুব।

শ্যামল ঃ অভীক?

অভীক ঃ শ্যামল, এতো দামি ফ্ল্যাটটায় লীনা আর ছেলের সান্নিধ্য ছাড়া আর কিছু নেই রে। আমার সামনে শুধুই অন্ধকার। অন্ধকারে পেন্ডুলাম হয়ে একদিকে দুলছে লীনা আর ছেলে, অন্যদিকে বাবা-মা - বন্ধুরা। আমি ঘড়ি হয়ে আটকে আছি দেয়ালে। (কান্নায় ভেঙে পড়ে। সান্তনা দেয় শ্যামল।)

অনুনাটক

কাকা বউমা কথা ■ সিরাজুল ইসলাম

-- কাকা

-- কী হয়েছে বউমা?

-- আচ্ছা কন তো চাচা! মানষী কী কামে হজ্ব কত্তি ছউদি-আরব যায়?

-- ক্যা রে বাপু! ওরা তো শয়তানেক পাত্থর মারতি যায়। ইবলিশ শয়তান।

-- তা, উরা সব এতো ট্যাকা খচ্চা কইরে ছউদি যাবি ক্যা?

-- ক্যা রে বাপু? এবা কইচ্চ্যাও ক্যা?

-- কচ্চি কি আর সাদে? ওইসব মানুষরা কী আপনার ছাওয়ালেক চোকে দ্যাখে না? কতবড় একটা ইবলিশ শয়তানকে লিয়ে আমি ঘর কত্তিছি! ইডারে কী কারুর চোহি পড়েনা?

গ্রন্থ সমালোচনা

আলোর ভিতরে অন্ধকার ঃ আলোক শ্রীমানী। শুভম প্রকাশনী। কলকাতা -০৯। বিনিময় মূল্য ঃ ১০০ টাকা

কাব্য বনাম বাস্তবের দ্বান্দ্বিকতা ■ অনুপ কুমার আচার্য

কবিতার শতসহস্র সংজ্ঞা ও সনাক্তকরণ চিহ্নের অন্যতম দ্বান্দ্বিকতাকে কবি আলোক শ্রীমানী বিলক্ষণ চেনেন – তা তাঁর কাব্যগ্রন্থের নামকরণে স্পষ্ট। খুব সাধারণ অথচ ব্যঞ্জনাময় নাম – 'আলোর ভিতরে অন্ধকার' কবির দ্বিতীয় বই।

বিপুল শারীরিক এবং কিছু সামাজিক প্রতিবন্ধকতা স্বত্বেও, কাব্যচর্চার প্রয়াসকে সাধুবাদ না জানিয়ে উপায় নেই। হয়তো এ কারণেই তাঁর কন্ঠস্বর কিছুটা উচ্চকিত। কবিতার শরীরেও বাস্তবের তির্যক ঝলসানি। সমাজ এবং সময়ের সমূহ দ্বন্দ্বময় আচরণকে তিনি রেয়াত করেন না। সহজ সাবলীল ভঙ্গিমায় অঙ্গুলি নির্দেশ করেন – কিছুটা বেপরোয়া ভাবেই। কাব্যিক দ্যোতনা মার খেলেও তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই।

অবিশ্বাস, প্রতারণা, বঞ্চনার নিশ্বাস গ্রহণ করে বেঁচে থাকতে থাকতেও তিনি কিন্তু হারিয়ে যান না। হারিয়ে ফেলেন না চিরায়ত সত্যকে। চিরন্তন বোধের সহজ আন্তরিক উচ্চারণ শোনা যায় তাঁর কণ্ঠে – 'বাসনার পরিতৃপ্তি না পেলেও – / ভালোবাসায় খাদ রেখো না' (ভালোবাসায় খাদ রেখো না)।

শুধু নিরাবয়ব সময় নয়। পৃথিবী নামের এই বিশাল গ্রহে শ্রেষ্ঠ জীবের বেঁচে থাকা, তার বিসদৃশ বৈপরীত্যের পরিণামও কবির ভাবনার বিষয়। পেশাগত ধর্ম আর ভণ্ডামিতে বিগতস্পৃহ কবি অব্যাহতি চান ভালোবাসা থেকে। 'প্রেম থেকে মুক্তি দাও 'আমাকে' / হে পৃথিবী! উদ্যত যৌবনজ্বালা, / উপবাস করুক, এই জন্মের মতো / ভালোবাসাবাসি থেকে, একাকী নিরালা' (মুক্তি দাও)।

আবার কখনও, উপলব্ধির সত্য শ্লেষের চেহারায় ঝরে পড়ে, 'সন্ত্রাসে মেতে আছি, মেতে মোরা থাকবই / অন্যেক ক্ষতি হোক্ জিইয়ে তা রাখবোই' (ভীতি প্রদর্শন)।

কবিমানসের ফসলকে শিরধার্য করেও গ্রন্থভূক্ত দু'একটি রচনার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। 'অপ্সরা লেখিকা'র কোন সদর্থক ভূমিকা আছে এই কাব্যগ্রন্থে? একচল্লিশটি কবিতার মধ্যে আরও দু'একটি কবিতা বর্জিত হলেও কবির পক্ষে বেমানান কিছু হত না!

বরং তিরিশটি গানকে কবি সংকলনে স্থান দিয়েছেন – পাঠকের কাছে যা ভিন্ন স্বাদের প্রাপ্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে। যদিও আমাদের সাহিত্য পাঠের পরিসরে গানের পাঠযোগ্যতা এখনও তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। তবু, কয়েকটি গান সুরারোপিত হলে কবি আলোক শ্রীমানী ভিন্ন ভূমিকায় চেনা হয়ে উঠতে পারেন অনেকের কাছে।

একটি গানের শেষাংশ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা কঠিন, 'রাগিনীর ভালোবাসা / সুরের মাতানো নেশা / ভালোবাসা ছাড়া প্রেম / ভেবেছো কি কখনো / প্রেমে যদি বিরহ না থাকতো'। (১১ নং, পৃষ্ঠা ৬২)।

কবিতার বইয়ে ছাপার ভুল অমার্জনীয় অপরাধ। কবি এবং পাঠক – দু'জনের পক্ষেই পীড়াদায়ক। এমন সম্পন্ন কাগজে সুমুদ্রিত বইয়ে মুদ্রণ প্রমাদ সমগ্র প্রয়াসটিকে বিপর্যস্ত করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

শৈলেন পাত্রের প্রচ্ছদ এই গ্রন্থের এক আলোকবর্তিকা। হঠাৎ মনে পড়ে যায়, 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো'র কথা!

Krishanu Quarterly | Vol XXXXXIII/I&II Rs. 35.00 | Regd No. R. N. 16533/68

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রচিত সহজ পাঠ গানে গানে

সহজ পাঠ সহজ গান

সহজ পাঠ-এর আঠেরোটি কবিতা
সুরে সুরে গানে গানে ...

সুর ও পরিচালনা — মনন দাস

কণ্ঠ — বউল দাস

সহশিল্পীবৃন্দ ঃ
দেবারতি ভট্টাচার্য, পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়,
সায়নীতা রায়, স্বাগতা মুখোপাধ্যায়,
মৌসুমি নাথ ও শিপ্রা দে।

শোনার জন্য এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
www.archive.org/details/SahajPath

মদন দাস কর্তৃক ৩০/১এ, কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত ও
লোনস্টার সল্যুশনস, ৬২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।